মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) মোনাজাত

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক
গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল : ০১৭১২৭৬৪৭৯

রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) মোনাজাত
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী
স্বত্ব ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসুদ সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশক
গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০৩
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ অক্টোবর ২০০৪

প্রচ্ছদ ঃ শিল্পকোণ কম্পিউটার
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

কম্পিউটার কম্পোজ
শাকিল কম্পিউটার
৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১৭১৭

মুদ্রণে ঃ আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিসদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ১০০/- টাকা

Rasullahor (Sm.) Monazat
Moulana Delawar Hossain Sayedee
Co-operated by **Moulana Rafeeq Bin Sayedee**
Copy : **Abdullah ibn masud Sayedee**
Copyist : **Abdus Salam Mitul**
Published by Global Publishing network, 66, Paridhas Road, Banglabazar, Dhaka-1100, Phone : 8314541, Mobile : 0171276479
First Edition : december 2003
Second Edition : Otober 2004

পূর্বাভাষ

প্রারম্ভে মহান আল্লাহর দরবারে আলীশানে শতকোটি শোকর জ্ঞাপন করছি, যিনি একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর এই গোলামকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী কাফেলায় শামিল করেছেন। অগণিত দরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত করুণার মূর্ত প্রতীক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

নিরবে নির্জনে কোথাও অবস্থান করে আল্লাহকে স্মরণ করার নামই শুধু যিক্র নয়, বরং প্রত্যেক কাজের শুরুতে এবং পদক্ষেপে মহান আল্লাহকে স্মরণ করার নামও যিক্র- বরং এই যিক্র-এর গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ক্রিয়া-কর্মে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করতেন, একান্তভাবে তাঁর কাছে নিজেকে সোপর্দ করে তাঁরই সাহায্য কামনা করতেন, শোকর আদায় ও প্রশংসা করতেন। প্রত্যেক পদক্ষেপে ও ক্রিয়া-কর্মের প্রারম্ভে-সমাপ্তিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করতেন তথা তাঁর যিক্র করতেন এবং এ সময় তিনি কোন্ কোন্ দোয়া পাঠ করতেন, সেসব দোয়াসমূহ হাদীস গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যাবতীয় বিধি-বিধান অনুসরণ এবং সেই সাথে প্রত্যেক কাজের শুরু ও সমাপ্তিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দোয়াসমূহ পাঠ করার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য অর্জন সম্ভব এবং এ প্রক্রিয়াতে ইন্শাআল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার সাযাহ্য লাভ করা যাবে। আর বর্তমান পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সাহায্য সবথেকে বেশী প্রয়োজন। সুতরাং মুসলমানদেরকে তাদের কর্মের মাধ্যমেই নিজেদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য লাভের উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

এই গ্রন্থটি রচনাকালে কোরআনুল কারীম ও সহীহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে দোয়া চয়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে আল্লামা সাঈদ ইবন আলী আল-কাহতানী রচিত ও মোঃ এনামুল হক অনূদিত 'হিস্নুল মুস্লিম' নামক গ্রন্থটি থেকে বিশেষ উপকার লাভ করেছি। গ্রন্থে উল্লেখিত প্রত্যেকটি দোয়া কোন্ হাদীস গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, তার সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। পান্ডুলিপি রচনাকালে আমার প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্র মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্নেহের রাফীক বিন সাঈদী ব্যাপক সহযোগিতা করেছে এবং **'রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) মোনাজাত'** তাঁরই দেয়া নাম। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

আরাফাত মঞ্জিল-শহীদ বাগ, ঢাকা।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ليس شيئ اكرم على الله من الدعاء–

আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানের জিনিস আর কিছুই নেই। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

হযরত ইবনে উমর ও মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء–

যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা কর্তব্য। (তিরমিযী, মুস্‌নাদে আহ্‌মদ)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

একমাত্র আল্লাহ-ই দাসত্ব লাভের অধিকারী

একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত, দাসত্ব ও বন্দেগী করা জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতিরই দাবী। মানুষের সৃষ্টি ও তার প্রতিপালনের ব্যাপারে যাদের কোনই ভূমিকা নেই এবং থাকতে পারে না, তাদের ইবাদাত করা মূর্খতার নামান্তর এবং অযৌক্তিক। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষ কেবলমাত্র তাঁরই বন্দেগী করবে এটাই হলো যুক্তি ও বিবেকের দাবী। বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিক ও শাসনকর্তাই হলেন আল্লাহ এবং তিনিই হলেন প্রকৃত মা'বুদ। তিনিই প্রকৃত মা'বুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মা'বুদ হওয়া উচিত।

রব অর্থাৎ মালিক, মুনিব, শাসনকর্তা এবং প্রতিপালক হবেন একজন আর ইলাহ্ অর্থাৎ আনুগত্য, বন্দেগী ও দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হবেন অন্যজন, এটা একেবারেই জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধির অগম্য যুক্তি। মানুষের লাভ ও ক্ষতি, তার কল্যাণ ও অকল্যাণ, তার অভাব ও প্রয়োজন পূরণ হওয়া, তার ভাগ্য ভাঙা-গড়া, তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমতার অধীন—তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথানত করা মানুষের প্রকৃতিরই মৌলিক দাবী। এটাই তার ইবাদাত তথা দাসত্বের মৌলিক কারণ। মানুষ যখন একথাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, ক্ষমতার অধিকারীর ইবাদাত বা দাসত্ব না করা এবং ক্ষমতাহীনের আনুগত্য বা ইবাদাত করা দুটোই জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিরোধী।

কর্তৃত্বশালী—ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগকারী আনুগত্য, দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হন। যাদের কোন ক্ষমতা নেই, কর্তৃত্ব নেই, কোন কিছু করার স্বাধীন ক্ষমতা নেই, তারা আনুগত্য বা দাসত্ব লাভের অধিকারী হন না। এসব দুর্বল সত্তার দাসত্ব বা আনুগত্য করে এবং তাদের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে শুধু নিরাশই হতে হয়—কিছু পাওয়া যায় না। কারণ একজন ভিখারী আরেকজন ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে পারে না। মানুষের কোন আবেদনের ভিত্তিতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন ক্ষমতাই দুর্বল সত্তাদের নেই।

এদের সামনে বিনয়, দীনতা ও কৃতজ্ঞতা সহাকরে মাথানত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ঠিক তেমনিই নির্বুদ্ধিতার কাজ, যেমন কোন ব্যক্তি শাসনকর্তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার কাছে আবেদন পেশ করার পরিবর্তে তারই মতো অন্য আবেদনকারীগণ সেখানে আবেদন-পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কারো সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা।

দাসত্ব লাভ ও প্রার্থনা মঞ্জুর করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি শুধু পৃথিবী সৃষ্টিই করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে আছে। তাঁর প্রতিপালনের কারণেই সমস্ত কিছু বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অসীম কল্যাণে তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে- لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। পৃথিবী ও আকাশের ভান্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। (সূরা আয যুমার-৬৩)

যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষক, প্রতিপালক এবং যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর চাবিকাঠি, তাঁরই ইবাদাত লাভের যোগ্যতা রয়েছে, আর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাদের ইবাদাত করছে, তারা সবই ঐ আল্লাহরই গোলাম। গোলাম হয়ে যারা গোলামদের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দিয়েছে, এদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মূর্খ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّيْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ-

এদেরকে বলে দাও, হে মূর্খেরা, তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো আমাকে ? (সূরা যুমার-৬৪)

মহান আল্লাহর ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তিনি সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র অধিকারী-প্রার্থনা মঞ্জুরকারী এবং এ জন্যই তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ বলেন-

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ-اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ-

তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। যেসব মানুষ অহঙ্কার বশতঃ আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মু'মিন-৬০)

নামাজ আদায় কালে মানুষ সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে নিজেকে নিবেদন করে বলে, 'আমরা একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি' অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে আমরা তোমারই কাছে দোয়া করি, তোমারই কাছে সাহায্য

চাই–অন্য কারো কাছে নয়। আসলে মানুষ দোয়া করে কেবল সেই শক্তিরই কাছে, যে শক্তি সম্পর্কে সে ধারণা করে, 'আমি যার কাছে দোয়া করছি, তিনি সমস্ত কিছুই শোনেন–দেখেন এবং অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী। নীরবে-সরবে, নির্জনে, প্রকাশ্যে, মনে মনে যে কোন অবস্থায়ই দোয়া করি না কেন, তিনি তা দেখছেন এবং শুনছেন।' মূলতঃ মানুষের আভ্যন্তরীণ এই অনুভূতি, এই চেতনাই তাকে দোয়া করতে প্রেরণা যোগায়-উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

এই পৃথিবী তথা বস্তুজগতের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যখন মানুষের কোন দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট নিবারণ অথবা কোন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন কোন অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী সত্তার কাছে ধর্ণা দেয়ার জন্য মানুষের অবচেতন মন অস্থির হয়ে ওঠে। বিষয়টি সে সময় মানুষের জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখনই মানুষ দোয়া করে এবং সেই অদৃশ্য অথচ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী সত্তাকে ডাকতে থাকে, সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি স্থানে এবং সর্বাবস্থায় ডাকে। নির্জনে একাকী ডাকে, উচ্চস্বরে ডাকে, নীরবে নিভৃতে ডাকে এবং মনে মনে একান্ত তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করে। একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষ এভাবে তাঁর স্রষ্টাকে ডাকতে থাকে। সেই বিশ্বাসটি হলো, সে যে সত্তাকে ডাকছে, সেই সত্তা তাকে সর্বত্র সর্বাবস্থায় দেখছেন এবং তাঁর মনের গহীনে যে কথামালার গুঞ্জরণ সৃষ্টি হচ্ছে, সাহায্যের প্রত্যাশায় তার মন যেভাবে আর্তনাদ করছে, মনের জগতের এই আর্তচিৎকার পৃথিবীর কোন কান না শুনলেও তাঁর স্রষ্টার কুদরতী কান অবশ্যই শুনতে পাচ্ছে। সে যে সত্তাকে ডাকছে, তিনি এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তিনি তাকে সাহায্য কতে সক্ষম। তার বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরায় কল্যাণে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম।

আল্লাহর কাছে দোয়া করার, তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করার এই তাৎপর্য অনুধাবন করার পর মানুষের জন্য এ বিষয়টির মধ্যে আর কোন জটিলতা থাকে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া করে বা সাহায্যের আশায় ডাকে, তার নামে মানত করে সে প্রকৃত পক্ষেই নিরেট বোকা এবং সে নির্ভেজাল শির্কে লিপ্ত হয়। কারণ যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা সেসব সত্তার মধ্যেও রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে। আল্লাহর জন্য যেসব গুণাবলী নির্দিষ্ট, সে তাদেরকে ঐসব গুনাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক না করতো তাহলে তার কাছে দোয়া করতো না এবং সাহায্য চাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত তার মনে কখনো উদয় হতো না।

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে নিজের থেকেই এ কথা মনে করে বসে যে, সে অনেক প্রচন্ড ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক, তাহলে অনিবার্যভাবেই তার কল্পিত ব্যক্তি বা সত্তা ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হয়ে যায় না। ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হওয়া একটি অবিচল বাস্তবতা, একটি দৃশ্যমান বাস্তব বিষয় যা কারো মনে কর বা না করার ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রকৃত ক্ষমতার মালিককে কেউ মালিক মনে করুক বা না করুক, স্বীকৃতি দিক বা না দিক–তাতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না, প্রকৃতই যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে মালিক, সে সর্বাবস্থায়ই মালিক থাকবে। আর যে সত্তা কোন ক্ষমতার মালিক নয়, কেউ তাকে ক্ষমতার মালিক মনে করলেও, তার মনে করার কারণে সে সত্তা প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতাবান হবে না।

এটাই অটল বাস্তবতা যে, একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বাই সর্বশক্তিমান, গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপক, শাসক, প্রতিপালক, সংরক্ষণকারী, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, তিনিই সামগ্রিকভাবে যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধিপতি। সমগ্র বিশ্ব জগতে দ্বিতীয় এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই, যে সত্তা দোয়া শোনার সামান্য যোগ্যতা রাখে, সাহায্য করার যোগ্যতা রাখে, বা তা মঞ্জুর করা বা না করার ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।

মানুষ যদি এই অটল বাস্তবতার পরিপন্থী কোন কাজ করে নিজের পক্ষ থেকে নবী-রাসূল, পীর-দরবেশ, অলী-মাওলানা, জ্বিন-ফেরেশতা, গ্রহ-উপগ্রহ ও মাটির তৈরী দেব-দেবীদেরকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অংশীদার কল্পনা করে, তাহলে প্রকৃত বাস্তবতার কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটবে না। ক্ষমতার অধিকারী মালিক যিনি–তিনি মালিকই থাকবেন, তাঁর মালিকানায় এসব ব্যর্থ ও বাস্তবতা বর্জিত কল্পনা বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে না। আর নির্বোধদের কল্পনা শক্তি কখনো ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন গোলামকে মালিক বানাতে পারে না, গোলাম গোলামই থাকে।

দোয়া করা ও সাহায্য কামনা করার বিষয়টি সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। মনে করা যাক কোন রাজার দরবার থেকে সাহায্য দান করা হয় এবং রাজা প্রার্থনা শুনে থাকেন। সেখানে প্রজাদের মধ্য থেকে যার যে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্যের আবেদন নিয়ে অনেকেই উপস্থিত হয়েছে। এই প্রজাদেরই একজন যদি সাহায্যের আবেদন নিয়ে রাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে–সাহায্য প্রত্যাশী অন্য প্রজাদের একজনের সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে

তার গুণকীর্তন করতে থাকে এবং সাহায্যের জন্য তার কাছে কাতর কণ্ঠে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির এই ধরনের আচরণকে কি বলা যেতে পারে ? এর থেকে চরম ধৃষ্টতা কি আর হতে পারে ?

বিষয়টি আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক, রাজার দরবারে রাজার উপস্থিতিতে তারই একজন প্রজা আরেকজন প্রজাকে রাজা কল্পনা করে তার কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করছে, সাহায্য প্রার্থনা করছে, রাজার মধ্যে যেসব গুণাবলী রয়েছে তা ঐ প্রজা সম্পর্কে উল্লেখ করে তার কাছে সাহায্য চাচ্ছে। আর যে প্রজার কাছে এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজা সাহায্য চাচ্ছে, সেই প্রজা বেচারী রাজার সামনে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে, বিব্রতবোধ করছে এবং বারবার নির্বোধ প্রজাকে বলছে, 'তুমি আমার গুণকীর্তন কেন করছো, আমার কাছে কেন দোয়া করছো, কেন আমার কাছে সাহায্য চাচ্ছো, আমি তো রাজা নই-তোমার মতো আমিও এই রাজার একজন প্রজামাত্র এবং রাজ দরবারে তোমার মতো আমিও একজন সাহায্য প্রার্থী। আমাকে বাদ দিয়ে তোমার চোখের সামনে যে আসল রাজা দরবারে অধিষ্ঠিত আছেন, সাহায্য তার কাছে চাও।' বেচারী এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজাকে বার বার বুঝাচ্ছে-কিন্তু কে শোনে কার কথা ! হতভাগা তবুও চোখ-কান বন্ধ করে তারই মতো সেই প্রজার কাছে স্বয়ং রাজার সামনে সাহায্য প্রার্থনা করেই যাচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হয়েছে ঐ নির্বোধ হতভাগা প্রজার মতোই। আল্লাহর যেসব বাকহীন গোলামদের দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা এরা করছে, তারা নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে জানিয়ে দিচ্ছে, 'আমরা তোমারই মতো এক গোলাম। আমাদের আনুগত্য না করে, আমাদের কাছে প্রার্থনা না করে, আমরা যার আনুগত্য করছি, যার কাছে সাহায্য কামনা করছি, সেই আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাও।'

দোয়া-দাসত্বের স্বীকৃতি

দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং যে কোন প্রয়োজনে তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে। দোয়া করতে হবে শুধু তাঁরই কাছে। মনে রাখতে হবে, দোয়াও ঠিক ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণ। আল্লাহর কাছে দোয়া করা বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনারই অনিবার্য দাবী। যারা তাঁর কাছে দোয়া করে না, এর অর্থ হলো-তারা গর্ব আর অহঙ্কারে নিমজ্জিত। এ কারণে তারা নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে দাসত্বের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এদের জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর কাছে দোয়া না করা, সাহায্য না চাওয়া চরম অপরাধ। হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন–আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়াই ইবাদাত। আরেক হাদীসে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের সারবস্তু। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। (তিরমিজী)

দোয়া ও তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি

দোয়া বা সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষের মনে তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক মানুষ ধারণা করে, 'কল্যাণ ও অকল্যাণ যাবতীয় কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনিই তাকদীরের সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে ফায়সালা করেছেন সেটাই তো অনিবার্যভাবে মানুষের জীবনে ঘটবেই। অতএব নতুন করে আবার আমরা দোয়া করবো কেন এবং দোয়া করলে কি আমাদের তাকদীরের কোন পরিবর্তন ঘটবে ?' মানুষের এই ধারণা একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণা মানুষের মন থেকে সাহায্য চাওয়া ও দোয়ার সমস্ত গুরুত্ব মুছে দেয়। এই ভুল ধারণা হৃদয়-মনে পালন করে মানুষ যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, দোয়া করে, তাহলে সেসব দোয়ার মধ্যেও যেমন আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না তেমনি কোন প্রাণও থাকে না। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা মু'মিনের ৬০ নং আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ–

তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।

এভাবে পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানেই বলা হয়েছে, আমি বান্দার অত্যন্ত কাছে অবস্থান করি, বান্দাহ্ যখন আমাকে ডাকে আমি সে ডাকের সাড়া দিয়ে থাকি। কোরআনের এসব ঘোষণা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বান্দার দোয়া ও আবেদন, নিবেদন ও কাকুতি-মিনতি শুনে আল্লাহ নিজে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অবশ্যই সংরক্ষণ করেন। এ কথা চিরসত্য যে, বান্দাহ আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহ এড়িয়ে যেতে পারে না বা তাঁর কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সামান্যতম ক্ষমতাও রাখে না। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন।

সুতরাং দোয়া কবুল হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় দোয়ার অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কোন দোয়া-ই বৃথা যায় না। একটি না একটি কল্যাণ অবশ্যই লাভ করা যায়। সে কল্যাণের ধরণ হলো, বান্দাহ্ তার মালিক, মনিব, প্রভু, প্রতিপালকের সামনে নিজের অভাব ও প্রয়োজন পেশ এবং দোয়া করে, সাহায্য কামনা করে তাঁর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতা, অপারগতা ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করে। নিজের দাসত্বের এই স্বীকৃতিই যথাস্থানে একটি ইবাদাত বা ইবাদাতের প্রাণসত্তা। বান্দাহ্ যে সাহায্য কামনা করলো বা যে উদ্দেশ্যে দোয়া করলো সেই বিশেষ জিনিসটি তাকে দেয়া হোক বা না হোক, তার আশা পূরণ হোক বা না হোক, কোন অবস্থায়ই তার দোয়ার প্রতিদান থেকে সে বঞ্চিত হবে না। তিরমিজী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- لايرد القضاء الا الدعاء দোয়া ব্যতীত আর কোন কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কোন কিছুর মধ্যেই আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা তখনই তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন, যখন বান্দাহ্ কাতর কণ্ঠে তাঁর কাছে দোয়া করে, সাহায্য চায়। তিরমিজী শরীফের আরেকটি হাদীসে এসেছে, হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع باهم او قطيعة رحم- বান্দাহ্ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ তখন হয় তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দান করেন অথবা তার ওপরে সে পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন-যদি সে গোনাহের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না করে।

মুছনাদে আহ্মাদে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -ما من مسلم يدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله أحدى ثلث-اما ان يعجل له دعوته-واما ان يدخرها له فى الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها- একজন মুসলমান যখনই কোন দোয়া করে তা যদি কোন গোনাহ্ বা আত্মীয়তার

বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তা তিনটি অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় কবুল করে থাকেন। হয় তার দোয়া এই পৃথিবীতেই কবুল করা হয়, নয় তো আখিরাতে প্রতিদান দেয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় অথবা তার ওপরে ঐ পর্যায়ের কোন বিপদ আসা বন্ধ করা হয়।

বোখারী শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفرلى ان شيئت-ارحمنى ان شئت-ارزقنى ان شئت-وليغزم مسئلته-

তোমাদের কোন ব্যক্তি দোয়া করলে সে যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম করো এবং তুমি চাইলে আমাকে রিযিক দাও। বরং তাকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে, হে আল্লাহ আল্লাহ ! আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো।

তিরমিজী শরীফে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম থেকে বর্ণনা করেন–তিনি এভাবে আদেশ দিয়েছেন– ادعوا الله وانتم موقنون بالا جابة আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দোয়া করো।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে রয়েছে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

يستجاب للعبد مالم يدع باثم اوقطيعة رحم مالم يستعجل - قبل يارسول الله ما الاستعجال-قال يقول قد دعرت وقد دعوت فلم اريستجاب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء

যদি গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় এবং তাড়াহুড়া না করা হয় তাহলে বান্দার দোয়া কবুল করা হয়। রাসূলের কাছে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! তাড়াহুড়োর বিষয়টি কি ? তিনি জানালেন, তাড়াহুড়ো হচ্ছে ব্যক্তির এ কথা বলা যে, আমি অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু দেখছি আমার কোন দোয়াই কবুল হচ্ছে না। এভাবে সে অবসন্নগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা থেকে বিরত থাকে।

তিরমিজী শরীফে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

يسأل احدكم ربه حاجته كله حتى يسأل شسع نعله اذا انقطع–

তোমাদের প্রত্যেকের উচিত তার রব্ব-এর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।

তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফের হাদীস–হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন– ليس شيئ اكرم على الله من الدعاء আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানের জিনিস আর কিছুই নেই।

তিরমিজী ও মুছ্নাদে আহ্মদ শরীফের আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ইবনে উমর ও মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–ان الدعاء ينفع مما نزل وممالم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা কর্তব্য

তিরমিজীর আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

سلوا الله من فضله فان الله يحب ان يسأل আল্লাহর কাছে তার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করো। কারণ, আল্লাহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন।

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে এ ধরনের অনেক হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে তা অনুগ্রহ করে তিনি তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এমন অনেক দোয়া রয়েছে। মানুষ যে বিষয়গুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে বলে ধারণা করে সে বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ বা কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। কারণ, কোন বিষয়ে মানুষের কোন চেষ্টা-সাধনা-তদবীরই আল্লাহর রহমত, তাঁর সহযোগিতা ও তাওফিক এবং সাহায্য ব্যতিত সফল হতে পারে না। চেষ্টা-সাধনা শুরু করার পূর্বে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ হলো, বান্দাহ্ সর্বাবস্থায় তার নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে। সে যে আল্লাহর

বান্দাহ্, একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, ইবাদাত ও পূজা-উপাসনা করছে এবং সেই সাথে মহান আল্লাহর কল্পনাতীত ক্ষমতা, সম্মান-মর্যাদার কথা দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অকপটে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই কথাগুলোই সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে বান্দাহ্ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামাজে বারবার বিনয়ের সাথে বলতে থাকে, হে আল্লাহ ! আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

যে-কোন ব্যাপারে সাহায্য কামনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে, কখন মানুষ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, মানুষ যখন আল্লাহকে সেজদা দেয়, তখন মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়ে যায়। সুতরাং কোন কিছুর প্রয়োজন হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। সম্রাট শাহ্জাহানের জীবনীর মধ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কোন একজন ভিক্ষুক কিছু পাবার আশায় তার দরবারে আগমন করেছিল।

অভাবী লোকটি সম্রাটকে না পেয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারলো, তিনি মসজিদে নামাজ আদায় করছেন। লোকটি মসজিদের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো, দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক সম্রাট শাহ্জাহান নামাজ শেষে দুটো হাত তুলে আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করছেন, আর তার দু'চোখের কোণ বেয়ে শ্রাবণের বারি ধারার মতই অশ্রু ঝরছে। অশ্রু ধারায় তার দাড়ি সিক্ত হয়ে বুকের কাছে শরীরের জামাও ভিজে গিয়েছে।

মুনাজাত শেষ করে সম্রাট মসজিদ থেকে বাইরে এলেন। ভিক্ষুক লোকটি সম্রাটকে সালাম জানালো, তিনি সালামের জবাব দিলেন। এরপর লোকটি সম্রাটের কাছে কোন কিছু আবেদন না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে চলে যেতে লাগলো। সম্রাট অবাক হলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগলো, তার কাছে এসে কেউ তো কোন নিবেদন না করে ফিরে যায় না-কিন্তু এ লোকটিকে দেখতে তো অভাবী মনে হয়। কিন্তু লোকটি কিছু না চেয়ে ফিরে যাচ্ছে কেন ? ভিখারী লোকটি চলে যাচ্ছে আর সম্রাট বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। সম্বিৎ ফিরে পেতেই তিনি লোকটিকে ডাক দিলেন। লোকটির কানে সম্রাটের আহ্বান পৌঁছা মাত্র লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে সম্রাটের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষমতাধর সম্রাট লোকটির চোখের ওপরে চোখ রেখে মমতাভরে প্রশ্ন করলেন, আমার কাছে এসে কোন ব্যক্তি কিছু না চেয়ে তো চলে যায় না, তোমাকে দেখে তো অভাবী মনে হচ্ছে। তুমি আমার কাছে কিছু না চেয়ে কেন চলে যাচ্ছিলে ?

লোকটি দৃঢ় কণ্ঠে জানালো, সত্যই আমি অভাবী। ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করি। আপনার কাছেও এসেছিলাম ভিক্ষার আশায়। আপনার কাছ থেকে বড় রকমের কিছু সাহায্য পাবো, যেন বাকি জীবনে আমাকে আর ভিক্ষা করতে না হয়। কিন্তু আপনার কাছে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। আমি দেখলাম, আপনি আমার থেকে নগণ্য ভিক্ষুকের মতো পৃথিবীর সমস্ত সম্রাটদের সম্রাটের কাছে দু'হাত তুলে ভিখারীর মতো অনুনয়-বিনয় করে কাঁদছেন। এই দৃশ্য দেখে আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলা,

সম্রাট কাঁদে যে সম্রাটের কাছে, আমিও তাঁরই কাছে কাঁদবো। আমি বাকি জীবনে ঐ রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে কখনো কিছুই চাইবো না।

দোয়ার প্রয়োজনীয়তা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–দোয়া হচ্ছে ইবাদাত। আরেক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন– দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের মস্তিষ্ক।

সুতরাং প্রকৃত মুমিন হিসেবে আল্লাহর দাসত্ব করার পূর্ণ হক আদায় করার জন্য দোয়ার প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যকীয়। অন্য অর্থে একজন আনুগত্যশীল মু'মিন বান্দাহ্‌কে আল্লাহ তা'য়ালার বিধান অনুযায়ী জীবন গড়তে হয়; আর এ পথে রয়েছে মানুষ ও জ্বিন-শয়তানদের প্রচন্ড বাধা, এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালার বান্দাহ্‌দেরকে এসব দুর্গম পথ অতিক্রমক করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তথা ইহকাল ও পরকালে মুক্তির উদ্দেশ্যে জীবনের সকল অবস্থায় কাকুতি-মিনতির সাথে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাওফীক ও সাহায্য কামনা করার নামই হচ্ছে দোয়া।

কোন্ ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে

পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমা অতিক্রম করে জীবন পরিচালিত করে, কোরআন-সুন্নাহ্‌র আনুগত্য বর্জিত জীবন-যাপন করে আর এ ধারণা মনে মনে পোষণ করে যে, কিছু যিকির-আযকার ও দোয়া-দরুদ তিলাওয়াত করলেই আমি আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবো বা তাঁর নৈকট্যলাভ করতে পারবো তথা আল্লাহ্ তা'য়ালা

পরকালীন জীবনে আমাকে জান্নাত দান করবেন– তাহলে সে ব্যক্তি মারাত্মক ভুল করবে।

এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন– লোকটি দীর্ঘ সফরে পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ও ধূলি ধূসরিত অবস্থায় দু'হাত আকাশপানে তুলে ধরে আবেদন করছে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় বস্ত্র সবই হারাম পথে অর্জিত। এমন ব্যক্তির দোয়া কি করে কবুল হবে? (মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত হলো– কোরআন-সুন্নাহ্র বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন করতে হবে এবং সেই সাথে আল্লাহর তা'য়ালার কাছে দোয়া করতে হবে। হারাম পথ পরিহার করতে হবে এবং হালাল পথ অবলম্বন করতে হবে, তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা দোয়া কবুল করবেন।

দোয়া আল্লাহ্র রহমত লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

হযরত নো'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের উৎস।' এরপর তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ-

তোমাদের প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ হলো, তোমরা আমার কাছে দোয়া করো, আমি কবুল করবো। যেসব লোক অহঙ্কারে নিমজ্জিত হয়ে আমার গোলামী করা থেকে বিরত থাকবে, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে যেতে হবে।

সুতরাং এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, মানুষের সমস্ত কাজের মধ্যে দোয়াই সব থেকে মর্যাদাপূর্ণ এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত লাভের জন্য শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। এই পৃথিবীতে এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই, যে ব্যক্তির কাছে না চাইলে সে

ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়। বরং স্বয়ং মাতা-পিতার কাছেও বার বার চাইলে তাঁরাও অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার প্রতি এতই মেহেরবান যে, তাঁর কাছে কেউ কিছু না চাইলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। তাঁর কাছে যে চাইতে থাকে, তার প্রতিই তিনি সন্তুষ্ট হন। কবি বলেছেন–

হর হামেশা দেনে কো লিয়ে তৈয়ার হ্যায়,
যো না মাঙ্গে উছছে উ বেজার হ্যায়।

সদাসর্বদা দেয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত, যে চায় না তার প্রতিই তিনি নাখোশ হন।

সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা বিমুখ যে ব্যক্তি, সে ব্যক্তি অহঙ্কারী এবং আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা করে না, কিছু কামনা করে না, তার ওপর তিনি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

আল্লাহকে স্মরণ করার ফযিলত

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– (আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন) আমি আমার বান্দার ধারণা অনুসারে হয়ে থাকি। তারা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাদের সাথে থাকি। তারা যদি নির্জনে অন্তর দ্বারা আমাকে স্মরণ করে, তখন আমিও একা একা তাদেরকে স্মরণ করি। আর যদি তারা মজলিস করে আমাকে স্মরণ করে তখন আমিও তাদের মজলিসের চেয়ে উত্তম মজলিস অর্থাৎ ফেরেশ্তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে স্মরণ করে থাকি। (বোখারী)

আল্লাহ তা'য়ালা মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا–

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী বেশী করে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাস্বীহ্ পাঠ করতে থাকো। (সূরা আহ্যাব-৪১-৪২)

অযু শুরুর দোয়া

–بِسْمِ اللّٰهِ বিসমিল্লাহ। আল্লাহর নামে শুরু করছি। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্,)

অযুর শেষে দোয়া

أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَـهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُـهُ–

উচ্চারণ ঃ আশ্‌হাদু আল্‌ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাদু লা শারীকালাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ 'আলনী মিনাত্‌ তাউওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা তা'য়ালা, তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো। (তিরমিযী)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ–أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ–أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ–

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আশ্‌হাদু আল্‌ লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা আস্‌তাগফিরুকা ওয়া 'আতুবু 'ইলাইকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসাসহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই কাছে তওবা করি। (নাসায়ী)

আযান শোনার সময় পঠিতব্য দোয়া

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যখন তোমরা মুয়াযৃযিনের আযান শুনতে পাও তখন সে যা বলে তোমরা ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি করো। তবে মুয়াযৃযিন যখন হাইয়্যা আলাস্‌ সালাহ এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ্‌ বলে, তখন –لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ লা-হাওলা ওয়ালা কুওতা ইল্লা বিল্লাহ– বলো। (বোখারী, মুসলিম)

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا -وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا-وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا-

উচ্চারণ ঃ ওয়া আনা আশ্হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু। রাদ্বীতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়া ইসলামি দ্বীনা।

অর্থঃ মুয়ায্যিনের সাক্ষ্য প্রদানের পর বলবে– আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। আর, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল। আমি আল্লাহ তা'য়ালাকে প্রভু এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে পরিতুষ্ট। (মুসলিম)

আযান শেষে পঠিতব্য দোয়া

আযানের জবাব দেয়া হলে শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পড়তে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ-اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল ক্বাইমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদ্বীলাহ্। ওয়াব 'আসহু মাক্বামাম্ মাহ্মূদানিল্লাযী ওয়া 'আদ্তাহ্। ইন্নাকা লাতুখলিফুল মী'আদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! এই সার্বিক আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা এবং ফযীলত তথা সর্বোত্তম মর্যাদা দান করো। আর তাঁকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করোনা। (বোখারী, বাইহাকী)

আযান ও ইক্বামতের মাঝে নিজের জন্য দোয়া করবে, কেননা, ঐ সময়ের দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়না। (আবু দাঊদ, তিরমিযী, আহ্মদ)

মসজিদে রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে পঠিতব্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا- وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا- وَفِىْ سَمْعِىْ
نُوْرًا- وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا- وَمِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا-
وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا- وَعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا-وَمِنْ أَمَامِىْ نُوْرًا-وَمِنْ
خَلْفِىْ نُوْرًا-وَاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا-وَأَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا-وَعَظِّمْ
لِىْ نُوْرًا-وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا-وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا-اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِىْ
نُوْرًا- وَاجْعَلْ فِىْ عَصَبِىْ نُوْرًا-وَفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا-وَفِىْ دَمِىْ
نُوْرًا- وَفِىْ شَعْرِىْ نُوْرًا-وَفِىْ بَشَرِىْ نُوْرًا-اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ
نُوْرًا فِىْ قَبْرِىْ- وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ-وَزِدْنِىْ نُوْرًا-وَزِدْنِىْ
نُوْرًا-وَزِدْنِىْ نُوْرًا-وَهَبْ لِىْ نُوْرًا عَلٰى نُوْرٍ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ 'আল ফী ক্বালবী নূরাওঁ ওয়া ফী লিসানী নূরাওঁ ওয়া ফী সামঈ' নূরাওঁ ওয়া ফী বাছারী নূরাওঁ ওয়ামিন ফাউক্বী নূরাওঁ ওয়া মিন তাহ্‌তী নূরাওঁ ওয়া ইয়ামীনী নূরাওঁ ওয়া 'আন শিমালী নূরাওঁ ওয়ান মিন 'আমামী নূরাওঁ ওয়া মিন খালফী নূরাওঁ ওয়াজ 'আল ফী নাফ্‌সী নূরাওঁ ওয়া 'আয্‌যিমলী নূরাওঁ ওয়াজ 'আল্‌লী নূরা' ওয়াজ 'আলনী নূরা। আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী নূরাওঁ, ওয়াজ 'আলফী 'আছাবী নূরাওঁ, ওয়া ফী লাহ্‌মী নূরাওঁ ওয়া ফী দামী নূরাওঁ ওয়া ফী শা'রী নূরাওঁ ওয়া ফী বাশারী নূরা। আল্লাহুম্মাজ 'আল লী নূরান ফী ক্বাব্‌রী ওয়া নূরান ফী 'ইয়াম ওয়াযিদ্‌নী নূরান, ওয়াযিদনী নূরান, ওয়াযিদনী নূরা। ওয়াহাবলী নূরান 'আলা নূর।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তা'য়ালা, তুমি আমার অন্তরে এবং জবানে নূর সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণ শক্তিতে ও আমার দর্শন শক্তিতে নূর সৃষ্টি করে দাও, আমার ওপরে, আমার নীচে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পেছনে নূর সৃষ্টি করে দাও। আমার নূরকে আমার জন্য অনেক বড়ো করে দাও, আমার জন্য নূর নির্ধারণ করো, আমাকে আলোকিত করে দাও। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাকে নূর দান করো, আমার বাহুতে নূর দান করো, আমার মাংসে, আমার রক্তে, আমার

চুলে, আমার চর্মে নূর দান করো। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমার কবরকে আমার জন্য আলোকিত করে দাও, আমার হাড্ডি সমূহেও! আমার নূর বৃদ্ধি করে দাও, আমার নূর বৃদ্ধি করে দাও, আমার নূর বৃদ্ধি করে দাও। আর আমাকে নূরের ওপর নূর দান করো। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম, তিরমিযী)

মসজিদে প্রবেশ করার সময় পঠিতব্য দোয়া

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ-وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ-وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ-مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-بِسْمِ اللّٰهِ-وَالصَّلَاةُ-وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ-اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহিল্ 'আযীম। ওয়াবি ওয়াজ্‌হিহিল কারীম। ওয়া সুলত্বানিহিল ক্বাদীম। মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম। বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ্। আল্লাহুম্মাফ্ তাহলী আব্‌ওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থঃ আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর করুণাময় সত্তা এবং শাশ্বত সার্বভৌম শক্তির নামে। আল্লাহ তা'য়ালার নামে (বের হচ্ছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে প্রতি। হে আল্লাহ তা'য়ালা, তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও। (আবু দাউদ, মুসলিম)

মসজিদ হতে বের হওয়া কালে পঠিতব্য দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ-اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ্। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ আলুকা মিন ফাদ্বলিকা। আল্লাহুম্মা আ'সিমনী মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার নামে (বের হচ্ছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করি। হে আল্লাহ তা'য়ালা, অভিশপ্ত শয়তান থেকে তুমি আমাকে হেফাজত করো। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

ক্ষমা লাভ ও নামাজ কবুল হওয়ার দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে এই কালেমাসমূহ তিলাওয়াত করে-

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ-لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ-وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-سُبْحَانَ اللّٰهِ-وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ-وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ-وَاللّٰهُ أَكْبَرُ-وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ-رَبِّ اغْفِرْلِيْ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহহি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম, রাব্বিগ ফিরলী।

অর্থঃ একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব ও সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য এবং তিনি সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য নিবেদিত। আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কারো কোনো শক্তি সামর্থ নেই।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ-وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ-وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ-

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানী ফী জাসাদী ওয়ারাদ্দা আলাইয়্যা রূহী ওয়া আযিনা লী বিযিক্রিহ্।

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি আমার শরীরকে (ক্ষতি ও রোগ থেকে) সুস্থ রেখেছেন, আমার রূহ আমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর যিকির করার অবকাশ দিয়েছেন। (তিরমিযী)

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ-اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا

بَاطِلاً-سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ
فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ- رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا
يُنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ ءَامِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَّا-رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا
وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ-رَبَّنَا وَءَتِنَا مَاوَعَدْتَّنَا
عَلٰى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ-
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لاَأُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍأَوْ
أُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ-فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ
عِنْدِاللّٰهِ-وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ- لاَيَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فِي الْبِلاَدِ- مَتَاعٌ قَلِيْلٌ-ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمَ-وَبِئْسَ
الْمِهَادِ-لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ
لِّلْأَبْرَارِ-وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ وَمَاأُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ لاَيَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا
قَلِيْلاً-أُولٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ- إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ
الْحِسَابِ-يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا
وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

উচ্চারণ ঃ ইন্না ফী খাল্‌ক্বিস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়াখ্‌তিলাফিল্‌ লাইলি ওয়ান্‌ নাহারি লাআয়া তিল্‌ উলিল্‌ আল্‌বাব। আল্লাযীনা ইয়ায্‌ কুরূনাল্লাহা ক্বিয়ামাওঁ

ওয়াকুউ'দাওঁ ওয়া'আলা জুনুবিহিম ওয়া ইয়াতফাক্ কারূনা ফী খাল্কিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, রাব্বানা মাখালাক্বতা হাযা বাত্বিলা, সুব্হানাকা ফাক্বিনা 'আযাবান্ নার। রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন্ নারা ফাক্বাদ আখ্যাইতাহু, ওয়ামা লিয্যালিমীনা মিন আনসার। রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদি ইয়া ইউনা দীলিল ঈমানি আন্ আমিনু বিরাব্বিকুম ফাআমান্না। রাব্বানা ফাগ্ফির লানা যুনুবানা ওয়াকাফ্ফির 'আন্না সায়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মা'আল আব্রার। রাব্বানা ওয়াআতিনা মা ওয়া'আত্তানা 'আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখ্যিনা ইয়াউমাল ক্বিয়ামাহ্, ইন্নাকা লা তুখ্লিফুল মী'আদ। ফাস্তাজাবা লাহুম রাব্বুহুম আন্নী লা-উদ্বি'উ' আ'মালা 'আমিলিম্ মিন্কুম মিন যাকারিন আও উন্ছা, বা'দ্বুকুম মিম বা'দ্বে, ফাল্লাযীনা হাজারূ ওয়া 'উখ্রিজু মিন দিয়ারিহিম ওয়া 'উযূ ফী সাবীলী ওয়া ক্বাতালূ ওয়া ক্বাতিলু লাউকাফ্ফিরান্না 'আন্হুম সায়্যিআতিহিম ওয়ালা উদখীলান্নাহুম জান্নাতিন্ তাজ্রী মিন তাহ্তিহাল আন্হারু, সাওয়াবাম্ মিন্ 'ইনদিল্লাহি, ওয়াল্লাহু ই'ন্দাহু হুসনুছ্ ছাওয়াব। লা ইয়াগুর রান্নাকা তাক্বাল্লুবুল্ লাযীনা কাফারূ ফিল্ বিলাদ। মাতা 'উন ক্বালীলুন ছুম্মা মাওয়া'হুম জাহান্নামু, ওয়া বি'সাল মিহাদ। লাকিনিল্লাযী নাত্তাক্বাও রাব্বাহুম লাহুম জান্নাতুন তাজরী মিন তাহতিহাল আন্হারু খালিদীনা ফীহা নুযুলাম্ মিন ই'নদিল্লাহি, ওয়ামা ই'ন্দাল্লাহি খাইরুল লিল্ আব্রার। ওয়া ইন্না মিন আহ্লিল কিতাববি লামাঁই ইউ'মিনু বিল্লাহি ওয়ামা উন্যিলা ইল্যাইকুম ওয়ামা উনযিলা ইলাইহিম খাশিঈ'না লিল্লাহি, লা-ইয়াশতারূনা বিআয়াতিল্লাহি ছামানান্ ক্বালীলা, উলা-ইকা লাহুম আজ্রুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম, ইন্নাল্লাহা সারি'উল হিছাব। ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুসবিরূ ওয়া সাবিরূ ওয়া রাবিত্বু ওয়াত্তাকুল্লাহা লা'আল্লাকুম তুফলিহূন।

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের এই (নিখুঁত) সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। (এই জ্ঞানবান লোক হচ্ছে তারা) যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের এই সৃষ্টি (নৈপুণ্য) সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে, (এবং স্বতস্ফুর্তভাবে তারা বলে ওঠে) হে আমাদের মালিক! (সৃষ্টি জগত)-এর কোনো কিছুই তুমি অযথা বানিয়ে রাখোনি, তোমার সত্বা অনেক পবিত্র, অতএব তুমি আমাদের জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নিস্কৃতি দাও। হে আমাদের মালিক! যাকেই তুমি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমানিত করবে, (আর সেই অপমানের দিনে) যালিমদের জন্যে কোনোরকম সাহায্যকারীই থাকবে না। হে আমাদের মালিক! আমরা শুনতে পেয়েছি একজন আহ্বানকারী

ব্যক্তি (মানুষদের) ঈমানের পথে ডাকছে, (সে বলছিলো, হে মানুষরা) তোমরা তোমাদের (সৃষ্টিকর্তা) আল্লাহর ওপর ঈমান আনো, (হে মালিক, সেই আহ্বানকারীর কথায় তোমার ওপর) অতপর আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। (হিসেবের খাতা থেকে) আমাদের দোষত্রুটি ও গুণাহসমূহ মুছে দাও। (সর্বশেষে তোমার) নেক লোকদের সাথে তুমি আমাদের মৃত্যু দাও।

হে আমাদের মালিক! তুমি তোমার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যে সব পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা (আমাদের জন্যে) পূর্ণ করে দাও এবং শেষ বিচারের দিন তুমি আমাদের অপমানিত করো না, নিশ্চয়ই তুমি কখনো ওয়াদার বরখেলাপ করো না। তাদের মালিক (এই বলে) তাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো কাজকে কখনো বিনষ্ট করবো না, নর-নারী নির্বিশেষে (আমি সবার কাজের বিনিময় দেবো) এবং তোমরা তো একে অপরেরই অংশ, অতএব (তোমাদের মাঝে) যারা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে হিজরত করেছে এবং যারা নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আমারই পথে যারা নির্যাতিত হয়েছে, (সর্বোপরি) যারা (আমার জন্যে) লড়াই করছে এবং (আমারই জন্যে) জীবন দিয়েছে, আমি এদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো। অবশ্যই আমি এদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, এ হচ্ছে (তাদের জন্যে) আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া পুরস্কার, আর আল্লাহ তায়ালার কাছেই তো রয়েছে উত্তম পুরস্কার!

(হে মুহাম্মাদ) জনপদসমূহে যারা দম্ভ ভরে আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে, তারা যেন কোনোভাবেই তোমাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। (কেননা এই বিচরণ হচ্ছে) সামান্য (কয়দিনের) সামগ্রী মাত্র। অতপর তাদের (সবারই অনন্ত) নিবাস (হবে) জাহান্নাম, আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম আবাসস্থল। তবে যারা নিজেদের মালিককে ভয় করে চলে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে (সুরম্য) উদ্যানমালা, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা অনাদিকাল থাকবে। এ হবে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের জন্যে) আতিথেয়তার স্বাগত সম্ভাষণ, আর আল্লাহ তায়ালার কাছে যে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে, তা অবশ্যই নেককার লোকদের জন্যে অতি উত্তম জিনিস! (ইতোপূর্বে) আমি যাদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছি, সে সব কিতাবধারী লোকদের মাঝে এমন লোক অবশ্যই আছে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তোমাদের এই কিতাবের ওপর তারা (যেমনি) বিশ্বাস করে (তেমনি) তারা বিশ্বাস করে তাদের ওপর প্রেরিত কিতাবের ওপরও। এরা আল্লাহর একনিষ্ঠ ও

বিনয়ী, এরা আল্লাহর আয়াতকে (স্বার্থের বিনিময়ে) সামান্য মূল্যে বিক্রী করে না, এরাই হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যাদের জন্যে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে অগাধ পুরস্কার রয়েছে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী। হে মুমেনরা! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো (এ কাজে) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো, (ঈমানের দাবীতে) সদা সুদৃঢ় থেকো, একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করো (এইভাবেই) আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে! (সূরা আলে-ইমরান-১৯০-২০০)

তারপর এই বলে দোয়া করে- হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাকে ক্ষমা করো। তাকে তখন ক্ষমা করা হয়। ওয়ালিদ বলেন, অথবা বর্ণনাকারী এ স্থলে বলেছেন, দোয়া করলে দোয়া কবুল করা হবে। আর যদি সে যথাযথ ওযু করে নামাজ আদায় করে, তবে তার নামায কবুল হবে। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ্)

তাকবীরে তাহরিমার দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ-اَللّٰهُمَّ نَقِّنِى مِنْ خَطَايَاىَ-كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ-اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ-بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বাইয়া, ইয়া কামা বা'আত্তা বাইনাল মাশ্‌রিক্বি ওয়াল মাগরিব। আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিন খাত্বাইয়া, ইয়া কামা ইয়ুনাক্কাছ্ ছাউবুল আব্‌ইয়াদ্বু মিনাদ্ দানাস। আল্লাহুম্মাগসিল্‌নী মিন খাত্বাইয়া ইয়া, বিছ্‌ছালজি ওয়াল মা-ই ওয়াল বারদি।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমার এবং আমার গোনাহ্‌সমূহের মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি করো যেরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাকে গোনাহ্ মুক্ত করে এমন পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমার গোনাহ্‌সমূহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও। (বোখারী, মুসলিম)

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ-وَتَبَارَكَ اسْمُكَ-وَتَعَالٰى جَدُّكَ-وَلَاۤ اِلٰهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা, ওয়া তাবাররাকাসমুকা, ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি পাক পবিত্র সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্তা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্‌)

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيْفًا وَمَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-إِنَّ صَلَاتِيْ-وَنُسُكِيْ-وَمَحْيَايَ-وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ ওয়াজ্‌জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল্‌ মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকি ওয়ামাহ্‌ ইয়াইয়া ওয়ামামাতী লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। লাশারীকালাহু ওয়াবি যালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন।

অর্থঃ আমি সেই মহান সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরাচ্ছি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই, আর এই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ-أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ-ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ-وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَايَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ-وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا، لَايَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ-وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ-أَنَا بِكَ وَإِنَّكَ وَإِلَيْكَ-تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তাল মালিকু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, আন্‌তা রাব্বী ওয়া

আনা 'আবদুকা, যালামতু নাফসী ওয়া'তারাফ্‌তু বিযাম্‌বী ফাগ্‌ফির লী যুনূবী জামী'আন ইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুয্‌ যুনূবা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহ্‌দিনী লিআহসানিল্‌ আখলাক্বি লা ইয়াহ্‌দী লিআহ্‌সানিহা ইল্লা আন্‌তা, ওয়াস্‌রিফ 'আন্নী সায়্যিআহা, লা ইয়াসরিফু 'আন্নী সায়্যিআহা ইল্লা আন্‌তা, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লুহু বিইয়া দাইকা, ওয়াশ্‌ শাররু লাইসা ইলাইকা, আনা বিকা ওয়া ইলাইকা তাবারাক্‌তা ওয়া তা'আলাইতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা! তুমি সেই বাদশাহ যিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার বান্দা, আমি আমার নিজের ওপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার গোনাহের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমার সমুদয় গোনাহ মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি ভিন্ন আর কেউ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারেনা। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করো, তুমি ছাড়া আর কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারেনা, আমার দোষসমূহ তুমি আমার ভেতর থেকে দূরীভূত করো, তুমি ভিন্ন অন্য কেউ চারিত্রিক-দোষ অপসারিত করতে পারে না।

প্রভু হে! আমি তোমার আদেশ মানার জন্য উপস্থিত সদা প্রস্তুত, সামগ্রিক কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। অকল্যাণ তোমার দিকে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ মন্দ তোমার কাম্য নয়। আমি তোমারই এবং তোমারই দিকে আমার সকল প্রবণতা, তুমি কল্যাণময় এবং তুমি মহিমান্বিত আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ-وَمِيْكَائِيْلَ-وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ-عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ-أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা জিব্‌রা'ঈলা ওয়া মীকাঈল, ওয়া ইস্‌রাফীলা ফাত্বিরাস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ্‌ শাহাদাহ্‌। আন্‌তা তাহকুমু বাইনা 'ইবাদিকা ফীমা কানু ফীহি ইয়াখ্‌তালিফুন। ইহ্‌দিনী লিমাখ্‌ তুলিফা ফীহি মিনাল হাক্বক্বি, বিইয্‌নিকা ইন্নাকা তাহ্‌দী মান তাশাউ ইলা সিরাত্বিম মুস্তাক্বীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা অদৃশ্য এবং দৃশ্য সব বিষয়েই তুমি সুবিদিত। তোমার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত, তুমিই তার উত্তম ফয়সালা করে দাও। যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে তন্মধ্যে তুমি তোমার অনুমতিক্রমে আমাকে যা সত্য সেদিকে পথ প্রদর্শন করো। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথপ্রদর্শন করে থাকো। (মুসলিম)

اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا–اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا–اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا–وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا–وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا–وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا–وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً–

তিনবার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ–مِنْ نَفْخِهِ–وَنَفْثِهِ–وَهَمْزِهِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবারু কাবীরা, আল্লাহু আকবারু কাবীরা, আল্লাহু আকবারু কাবীরা, ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহি কাছীরা, ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহি কাছীরা, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাছীরা, ওয়া সুব্‌হানাল্লাহি বুকরাতাওঁ ওয়াআসীলা।

আউ'যু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বা নি মিন নাফখিহী ওয়া নাফ্‌সিহী ওয়া হাম্‌যিহী।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'য়ালা, সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই সকল প্রশংসা, অসংখ্য প্রশংসা, আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই সকল প্রশংসা, আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ তা'য়ালা সকালে ও সন্ধ্যায়, দিনে ও রাতে তথা সর্বক্ষণ পাক-পবিত্র (তিনবার)। অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আশ্রয় কামনা করছি তার দম্ভ হতে, তার কুহকজাল ও তার কুমন্ত্রণা হতে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, আহ্‌মদ)

তাহাজ্জুদ নামাযে পঠিতব্য দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ–وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ–وَلَكَ الْحَمْدُ

أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ -وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ
السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ-وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ
وَالْأَرْضِ-وَلَكَ الْحَمْدُ-أَنْتَ الْحَقُّ-وَوَعْدُكَ الْحَقُّ-وَقَوْلُكَ الْحَقُّ-
وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ-وَالْجَنَّةُ حَقٌّ-وَالنَّارُ حَقٌّ-وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ-
وَمُحَمَّدٌ-حَقٌّ-وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ-وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ-
وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ-وَبِكَ خَاصَمْتُ-وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ-
فَاغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ-وَمَا أَخَّرْتُ-وَمَا أَسْرَرْتُ-وَمَاأَعْلَنْتُ-أَنْتَ
الْمُقَدِّمُ-وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ-أَنْتَ إِلٰهِى لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্‌তা নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামান ফীহিন্না। ওয়া লাকাল হাম্‌দু আন্‌তা ক্বায়্যিমুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামান ফী হিন্না। ওয়ালাকাল হামদু আন্‌তা রাব্বুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামান ফী হিন্না। ওয়ালাকাল হাম্‌দু লাকা মুলকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়া মান ফী হিন্না। ওয়ালাকাল হাম্‌দু আন্‌তা মালিকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, ওয়া লাকাল হামদু আন্‌তাল হাক্বকু, ওয়া ওয়া'দুকাল হাক্বকু, ওয়া ক্বাওলুকাল হাক্বকু, ওয়া লিক্বা উকাল হাক্বকু, ওয়াল জান্নাতু হাক্বকুন, ওয়ান্ না-রু হাক্বকুন, ওয়ান নাবিয়্যুনা হাক্বকুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্বকুন, ওয়াস্ সা'আতু হাক্বকুন। আল্লাহুম্মা লাকা আস্‌লামতু, ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্‌কালতু ওয়াবিকা আমান্‌তু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খাসাম্‌তু ওয়া ইলাইকা হাকামতু, ফাগফিরলী মা কাদ্দাম্‌তু, ওয়া মা আখ্‌খারতু, ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু। আনতাল মুকাদ্দামু, ওয়া আন্‌তাল্ মুআখ্‌খিরু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, আন্‌তা ইলাহী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, আন্‌তা ইলাহী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তুমি এসবের নূর এবং প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এসবের মাঝে আছে তুমিই এসবের অধিকর্তা। প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এর মাঝে আছে তুমিই এসবের প্রভু। আর প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব

তোমারই। আর সকল গুণকীর্তন তোমারই জন্য। তুমি সত্য, তোমার অঙ্গীকার সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার দর্শন লাভ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তোমারই ওপর নির্ভরশীল হলাম, তোমারই ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হলাম এবং তোমারই সাহায্যের প্রত্যাশায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলাম আর তোমাকেই বিচারক নির্ধারণ করলাম। আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় এবং প্রকাশ্য দুষ্কর্মসমূহ মাফ করে দাও। তুমিই যা চাও আগে করো এবং তুমিই যা চাও পরে করো, একমাত্র তুমি ব্যতীত দাসত্বের লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই। তুমিই একমাত্র মাবুদ তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। (বোখারী ফতহুলবারী)

রুকুর দোয়া

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ– সুবহানা রাব্বি ইয়াল আ'যিম।

অর্থঃ আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (তিনবার।) (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্‌)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযে রুকু সিজ্‌দায় নিম্নের দোয়াসমূহও পাঠ করতেন।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ–

উচ্চারণঃ সুবাহানাকাল্লাহুমা রাব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলি।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাদের প্রভু। তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি, তোমার প্রশংসাসহ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। (বোখারী, মুসলিম)

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ–

উচ্চারণঃ সুব্‌বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার রুহ্‌।

অর্থঃ ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল কুদস্‌ (জিবরাঈল)-এর প্রভু প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় পূত এবং গুণাবলীতেও পবিত্র। (আবু দাউদ, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ–وَبِكَ اٰمَنْتُ–وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ–
وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ–وَعَظْمِىْ–وَعَصَبِىْ–وَمَا اسْتَقَلَّ بِهٖ قَدَمِىْ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু, ওয়া বিকা আমান্তু ওয়া লাকা আস্লামতু খাশি'আ লাকা সাম'ঈ, ওয়া বাসারী, ওয়া মুখ্খী, ওয়া'আযমী, ওয়া'আসাবী ওয়ামাস্তাক্বাল্লা বিহীকাদামী।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমারই জন্য রুকু (মাথা অবনত) করেছি, একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, একমাত্র তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাড়, আমার স্নায়ু, আমার সমগ্র সত্তা তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত। (আবু দাউদ, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ–وَالْمَلَكُوْتِ–وَالْكِبْرِيَاءِ–وَالْعَظْمَةِ–

উচ্চারণ ঃ সুব্হানা যিল্ জাবারূতি, ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল 'আযামাতি।

অর্থঃ পাক পবিত্র সেই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব, গরিমা এবং অতুল্য মহত্ত্বের অধিকারী। (আবু দাউদ, নাসায়ী, আহ্মদ)

রুকু থেকে উঠার দোয়া

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ– সামিআ'ল্লাহু লিমান হামিদাহ্।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির কথা শুনেন যে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে। (বোখারী)

আল্লাহর রাসূল রুকু থেকে সোজা হয়ে নিম্নের দোয়াসমূহও পাঠ করতেন।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ–حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ, হাম্দান কাছিরান ত্বাইয়িবান মুবারাকান ফিহী।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! তোমার সমস্ত ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা। (বোখারী ফতহুলবারী)

مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا–وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ–أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ–أَحَقُّ مَاقَالَ الْعَبْدُ–وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ–اللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ–وَلاَمُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ–وَلاَيَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

উচ্চারণ ঃ মিলআস্ সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদ্বি, ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়া মিলআ মাশি'তা মিন শাই'ইন, বা'দু আহলাছ ছানাই ওয়াল মাজ্দি, আহাক্কু মা ক্বালাল্ আবদু ওয়াকুল্লুনা লাকা 'আব্দু। আল্লাহুম্মা লামানি'আ লিমান আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বি ইয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল্ জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ পূর্ণ করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দুই এর মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয় এবং এসব ব্যতীত তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়। হে প্রশংসা ও প্রশস্তি এবং মহাত্ম ও বুযুর্গীর অধিকারী আল্লাহ তা'য়ালা! তোমার প্রশংসার শানে যে কোনো বান্দা যা কিছু বলে তুমি তার থেকেও অধিক প্রশংসার অধিকারী। আমরা সকলেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি যা দাও তা বন্ধ করার কেউ নেই, আর তুমি যা বন্ধ করে দাও তা দেয়ার মতো কেউ নেই। তোমার গযব থেকে কোনো বিত্তশালী ও পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারেনা। (মুসলিম)

সিজদার দোয়া

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلٰى- সুব্হানা রাব্বিয়াল আ'লা।

অর্থঃ আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (তিনবার।) (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, আহ্মদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযে সিজ্দায় নিম্নের দোয়াসমূহও পাঠ করতেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ-

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্ মাগ্ফিরলী।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাদের প্রভু! তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি তোমার প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাকে মাফ করে দাও। (বোখারী, মুসলিম)

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ-

উচ্চারণ ঃ সুব্বূহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালা ইকাতি ওয়াররূহ্।

অর্থঃ ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল কুদ্স (জিবরাঈল)-এর প্রভু প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় এবং গুণাবলীতে পবিত্র। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ-وَلَكَ أَسْلَمْتُ-سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ-وَصَوَّرَهُ-وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ-تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদ্‌তু ওয়াবিকা আমান্‌তু ওয়া লাকা আস্‌লাম্‌তু সাজাদা ওয়াজ হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়াসাউওয়ারাহু, ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু, তাবারাকাল্লাহু আহ্‌সানুল খালিক্বীন।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমারই জন্য সিজদা করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার জন নিজেকে সপে দিয়েছি, আমার মুখমণ্ডল, আমার সমগ্র দেহ সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং সুসমন্বিত আকৃতি দিয়েছেন এবং এর কর্ণ ও তার চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'য়ালা সর্বোত্তম স্রস্টা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসলিম, নাসায়ী)

سُبْحَانَ ذِى الْجَبْرُوْتِ-وَالْمَلَكُوْتِ-وَالْكِبْرِيَاءِ-وَالْعَظَمَةِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্‌ মাগ্‌ফিরলী যাম্‌বী কুল্লুহু, দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া 'আলা নিয়্যাতুহু ওয়া সিররাহু।

অর্থঃ পাক পবিত্র সেই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গরিমা এবং অতুল্য মহত্বের অধিকারী। (আবু দাউদ, নাসায়ী, আহ্‌মদ)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ-دِقَّهُ وَجِلَّهُ-وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ- হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দাও, ছোটো গোনাহ, পরের গোনাহ, প্রকাশ্য এবং গোপন গোনাহ। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ-وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ-لَا أُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিদ্বাকা মিন সাখাত্বিকা, ওয়া বি মু'আফাতিকা

মিন 'উকূবাতিকা ওয়া আউ'যুবিকা মিন্‌কা, লা উহ্‌সি ছানাআ 'আলাইকা আন্‌তা কামা আছনাইতা 'আলা নাফ্‌সিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি আশ্রয় চাই তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার গযব হতে। তোমার প্রশংসা গুণে শেষ করা যায় না; তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য নিজের প্রশংসা যেরূপ তুমি নিজে করেছো। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্‌)

দুই সিজদার মাঝের দোয়া

رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ– রাব্বিগ্‌ ফিরলি রাব্বিগ্‌ ফিরলি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্‌)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ–وَارْحَمْنِيْ–وَاهْدِنِيْ–وَاجْبُرْنِيْ–وَعَافِنِيْ–وَارْزُقْنِيْ–وَارْفَعْنِيْ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্‌ মাগ্‌ফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহদিনী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়া'আফিনী ওয়ারযুক্বনী ওয়ারফা'নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি আমার প্রতি রহম করো, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো, তুমি আমার জীবনের সমস্ত ক্ষতির পূরণ করে দাও, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান করো এবং তুমি আমাকে রিযিক দান করো ও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌)

সিজদার তস্‌বীহ্‌ পাঠের পর সিজদার দোয়া

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ–وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ– فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়াশাক্কা সাম্‌আহু ওয়া বাসারাহু, ওয়া বিহাওলিহী ওয়া কুউওয়াতিহী ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীনা।

অর্থঃ আমার মুখ-মণ্ডলসহ আমার সমগ্র দেহ সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এর কর্ণ ও তার চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন স্বীয় ইচ্ছা

ও শক্তিতে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'য়ালা সর্বোত্তম স্রষ্টা। (তিরমিযী, আহ্‌মদ, হাকেম)

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا-وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا-وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا-وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্ মাক্‌তুবলী বিহা 'ইন্‌দাকা আজরান, ওয়াদ্বা 'আন্নী বিহা ওয়িয্‌রান, ওয়াজ 'আল্‌হা লী 'ইন্‌দাকা যুখ্‌রান, ওয়াতাক্বাব্ বাল্‌হা মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা মিন 'আবদিকা দাউদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! এর দ্বারা তোমার কাছে আমার জন্য নেকী লিখো রাখো, আর এর দ্বারা আমার গোনাহ দূর করে দাও, এটাকে আমার জন্য গচ্ছিত মাল হিসাবে জমা করে রাখো আর একে আমার কাছ থেকে কবুল করো যেমন কবুল করেছো তোমার বান্দা দাউদ আলাইহিস্ সালাম থেকে হতে। (তিরমিযী, হাকেম)

তাশাহ্‌হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ-اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ-اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ-أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্বাইয়িবাতু আসসলামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আস্‌সালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহিছ ছালিহিন্। আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশ্‌হাদু আন্নাঁ মুহাম্মদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থঃ যাবতীয় ইবাদত ও অর্চনা মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্তই আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, হে নবী আপনার ওপর আল্লাহ তা'য়ালার শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক, আমাদের ওপর এবং নেক বান্দাদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

দরূদ পাঠ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ-كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ-إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ-اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ-إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাঁ ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদ। কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইবরাহিমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুমঁ মাজীদ। আল্লাহুম্মাঁ বারিক আ'লা মুহাম্মাঁদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক তাআ'লা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলী ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি রহমত নাযিল করো যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। (বোখারী ফতহুলবারী)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ-كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ-وَبَارِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ-كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আয্‌ওয়া জিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী, কামা সাল্‌ লাইতা 'আলা আলি ইব্‌রাহীম। ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আয্‌ওয়া জিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী। কামা বারাক্‌তা 'আলা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তানগণের প্রতি রহমত নাযিল করো যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের প্রতি। আর তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীগণের এবং সন্তানগণের প্রতি বরকত নাযিল করো যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরগণের প্রতি, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় সম্মানীয়। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

সালাম ফিরানোর পূর্বে পঠিতব্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ -وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ-وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা ইন্নী আউযুবিকা মিন 'আযা-বিল কাব্‌রি, ওয়া মিন আযাবি জাহান্নামা, ওয়া মিন ফিত্‌নাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শাররি ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জাল।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার আশ্রয় চাই কবর আযাব থেকে এবং দোযখের আযাব হতে, জীবন মৃত্যের ফিৎনা থেকে এবং মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা হতে। (বোখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ-وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ-اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিন আযাবিল ক্বাব্‌রি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জাল, ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাত, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার আশ্রয় চাই কবর আযাব থেকে, আশ্রয় চাই মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে, আশ্রয় চাই জীবন মৃত্যুর ফিৎনা থেকে, হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার আশ্রয় চাই পাপাচার ও ঋণভার হতে। (বোখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِيْرًا-وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসী, জুলমানকাছিরাওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরু জুনূবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগ ফিরাতাম্‌ মিন ইনদিকা ওয়ার হামনি ইন্নকাআন্তাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক বেশী যুলুম করেছি, আর তুমি ব্যতীত গোনাহসমূহ কেউ-ই ক্ষমা করতে পারেনা, সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি রহম করো, তুমিই ক্ষমাকারী দয়ালু। (বোখারী, মুসলিম)

সালাম ফিরানোর পরে পঠিতব্য দোয়া

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ-أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ-أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ-اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ- وَمِنْكَ السَّلَامُ -تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ-

উচ্চারণ ঃ আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহা (তিনবার) আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌ সালামু, ওয়া মিন্‌কাস সালামু তাবারাক্‌তা ইয়া যাল্‌জালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থঃ আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তিনবার) হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি শান্তিময় আর তোমার কাছে থেকেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময় তুমি। (মুসলিম)

لَاإِلٰهَ إِلاَّ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ -لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ-اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَا لِمَا أَعْطَيْتَ -وَلَامُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ- وَلَايَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল্‌ জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি যা প্রদান করো তা বাধা দেয়ার কেউ-ই নেই, আর তুমি যা দিবে না তা দেয়ার মতো কেউ-ই নেই। তোমার গযব থেকে কোনো বিত্তশীল বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না। (বোখারী, মুসলিম)

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ -لَهُ الْمُلْكُ -وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ -لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ-
وَلَانَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ -لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ
-لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলাকুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। লাহাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্‌। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদ্বলু ওয়া লাহুছ্‌ ছানাউল হাসানু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্‌ দ্বীনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরিন।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়েই শক্তিশালী। কোনো পাপকাজ ও রোগ, শোক বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই আর সৎ কাজ করারও ক্ষমতা নেই আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত। আল্লাহ তা'য়ালা তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, আমরা একমাত্র তারই দাসত্ব করি, নেয়ামত সমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তার জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফেরদের কাছে তা অপ্রীতিকর। (মুসলিম)

নামাযের সালাম ফিরানোর পরের তস্‌বীহ্‌

سُبْحَانَ اللّٰهِ -وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ -وَاللّٰهُ أَكْبَرُ- সুবাহানাল্লাহি, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ। (৩৩ বার) এরপর এই দোয়া পড়বে–

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ -لَهُ الْمُلْكُ -وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদির।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (মুসলিম)

قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ -اللّٰهُ الصَّمَدُ -لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ -وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ-

উচ্চারণ ঃ কুলহুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লাহুচ্ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূ লাদ ওয়ালাম ইয়াকুল-লাহু- কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থঃ (হে মুহাম্মাদ), তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ্ তায়ালা, তিনি একক। তিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন। তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। (আর) তাঁর সমতুল্যও দ্বিতীয় কেউ নেই।

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ -مِن شَرِّمَا خَلَقَ -وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ -وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ-وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ-

উচ্চারণ ঃ কুল আউ'যু বিরাব্বিল ফালাক্ব। মিনশাররিমা খালাক। ওয়ামিন শাররি গাসিক্বিন ইজা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন নাফ্ফা-ছা-তি ফিল উক্বাদ্ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইজা হাসাদ্।

(হে নবী) তুমি বলো, আমি উজ্জল প্রভাতের মালিকের আশ্রয় চাই। (আশ্রয় চাই) তার সৃষ্টি করা (প্রতিটি জিনিসের) অনিষ্ট থেকে। আমি আশ্রয় চাই রাতের (অন্ধকারে সংঘটিত) অনিষ্ট থেকে। (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়। (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে জাদুটোনাকারীনীদের অনিষ্ট থেকে। হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও (আমি তোমার আশ্রয় চাই,) হিংসুক ব্যক্তি থেকে, যখন সে তার হিংসায় জ্বলে উঠে।

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ -مَلِكِ النَّاسِ -إِلٰهِ النَّاسِ -مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ -الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ -مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-

উচ্চারণ ঃ ক্বুল আউ'যু বিরাব্বিন্নাস, মালিকনীন্নাস, ইলাহিন্নাস। মিনশাররিল ওয়াস

ওয়াসিল খান্নাস, আল্লাজী ইউ ওয়াস উয়ীসু ফীছুদুনিরন্নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থঃ (হে নবী) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই, মানুষের মালিকের কাছে। (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (আসল) বাদশাহ -এর কাছে। (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের মাবুদের কাছে। (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়েই) গা ঢাকা দেয়, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জিনদের মধ্য থেকে (হোক মানুষদের মধ্য থেকে) হোক।তাদের অনিষ্টের হাত থেকে (আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাই)। (প্রত্যেক নামাজের পর উল্লেখিত দোয়া ও সূরা তিনটি পাঠ করবে।) (আবু দাউদ, নাসায়ী)

ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ

اَللّٰهُ لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ هُـوَ الْحَـىُّ الْقَـيُّـوْمُ لاَتَـأْخُذُهُ سِنَـةٌ وَلاَ نَـوْمٌ -لَـهُ مَـا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِـى الْأَرْضِ -مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِـهِ -يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ اَيْدِيْـهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ -وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ -وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ -وَلاَ يَـؤُدُهُ حِفْظُهُمَا -وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

উচ্চারণঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম। লা তা'খুযুহু সিনাতাওঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মাফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদ্বি, মান যাল্লাযি ইয়াশ্ ফাউ' ই'নদাহু ইল্লা বিইয্‌নিহি। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম। ওয়া লা ইউহিতুনা বিশাইয়িম মিন ই'লমিহি ইল্লা বিমা শাআ। ওয়া সিআ' কুরসিই ইউহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব। ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফ্ যুহুমা ওয়া হুওয়াল আ'লিই উল আ'যিম।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব পরাক্রমশালী সত্ত্বা। ঘুম (তো দূরের কথা সামান্য) তন্দ্রাও তাকে আচ্ছন্ন করে না, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ করবে? তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তার জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই তার সৃষ্টির কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার

আয়ত্বাধীন হতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি) তিনি কাউকে দান করে থাকেন (তবে তা ভিন্ন কথা,) তার বিশাল ক্ষমতা আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে। এ উভয়টির হেফাযত করার কাজ কখনো তাকে পরিশ্রান্ত করে না তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান। (সূরা বাকারা-২৫৫) (আয়াতুল কুরসী প্রতি ফরয নামাযের পর পড়বে। (নাসায়ী)

মাগরিব ও ফজরের নামাজ শেষের দোয়া

لاَإِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ -لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ -وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ইউহ্‌য়ি ওয়া ইউমিত। ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদির।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (মাগরিব ও ফযরের পর ১০ বার করে পড়বে।) (তিরমিযী, আহ্‌মদ)

ইসতেখারাহ নামাযের দোয়া

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইস্‌তেখারাহর (কল্যাণের ইঙ্গিত প্রার্থনার) নামায ও দোয়া শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা করে, তখন সে যেনো দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে তারপর এই দোয়া পড়ে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ -وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ-وَتَعْلَمُ-وَلاَأَعْلَمُ-وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ-اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ-وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ، خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ-أَوْ قَالَ : عَاجِلِهِ

وَآجِلِهِ-فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ-وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي-أَوْ قَالَ :

عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ-فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ

حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আস্‌তাক্বদিরুকা বিক্বুদরাতিকা, ওয়া আস্ আলুকা মিন ফাদ্বলিকাল 'আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদির। ওয়া তা'লামু, ওয়া লা 'আলামু ওয়া আন্‌তা 'আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা, ওয়া ইয়ুসাম্মী হাজাতাহু, খাইরু লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, আউ ক্বালা, আজিলিহী ওয়া আজিলিহী, ফাক্বদুরহুলী ওয়া ইয়াস্‌সিরহু লী ছুম্মা বারিকলী ফীহি, ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুল্‌লি ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আক্বিবাতি আমরী, আও ক্বালা 'আজিলিহি ওয়া আজিলিহী ফাসরিফহু 'আন্‌নী ওয়াসরিফনী 'আন্‌হু ওয়াক্বদুরলিয়াল খাইরি হাইছু কানা ছুম্মা আরদ্বিনী বিহ্।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার কাছে শক্তির কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি, কেননা, তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ তা'য়ালা! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করতে হবে) তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয় তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করো, এবং একে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও, তারপর এতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে এই কাজটি তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তুমি তা আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখো এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। এরপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ঠ রাখো। (যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার কাছে ইসেতেখারাহ করে এবং সৃষ্ট জীবের মাঝে মুমিনদের সাথে পরামর্শ করে আর তার কাজে দৃঢ়পদ থাকে সে কখনও অনুতপ্ত হয় না।) (বোখারী)

দোয়া কুনূত

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ -وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ -وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ -وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ -وَقِنِىْ شَرَّ مَاقَضَيْتَ- فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ -اِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ -وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ -تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ্‌দিনী ফী মান হাদাইতা, ওয়া 'আফিনী ফী মান 'আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইতা, ওয়াবারিকলী ফী মা আ'ত্বাইতা, ওয়াক্বিনী শাররা মাকাদ্বাইতা ফাইন্নাকা তাক্বদ্বী ওয়া লা ইউক্বদ্বা 'আলাইকা, ইন্নাহু লাইয়াযিল্লু মান ওয়া লাইতা। ওয়ালা ইয়া'ঈয্‌যু মান 'আদাইতা তাবারাক্‌তা রাব্বানা ওয়া তা'আলাইতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছো, আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করো, তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছো তা হতে আমাকে রক্ষা করো, কারণ তুমিইতো ভাগ্য নির্ধারিত করো, তোমার উপরেতো কেউ ভাগ্য নির্ধারণ করার নেই, তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো সে কোনো দিন অপমানিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছো সে কোনো দিন সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রভু! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌, আহ্‌মদ, হাকেম, দারেকুতনী)

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ -وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ -وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ -لَاأُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ -أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবি রিদ্বাকা মিন সাখাত্বিকা ওয়াবি মু'আফাতিকা, মিন 'উকূবাতিকা, ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা, লা উহ্‌সী সানাআন 'আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা 'আলা নাফ্‌সিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি আশ্রয় চাই তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার গযব হতে। তোমার প্রশংসা গুণে শেষ করা যায় না; তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য নিজের প্রশংসা যেরূপ তুমি নিজে করেছো। (আবু দাউদ, নাসায়ী, আহ্‌মদ)

اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ -وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ -وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ -نَرْجُو رَحْمَتَكَ -وَنَخْشٰى عَذَابَكَ -اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ -اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ -وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ-وَلَانَكْفُرُكَ-وَنُؤْمِنُ بِكَ-وَنَخْضَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ مَنْ يَّكْفُرُكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু, ওযালাকা নুসাল্লী ওয়ানাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাস'আ, ওয়া নাহ্‌ফিদু নারজু রাহ্‌মাতাকা, ওয়া নাখ্‌শা 'আযাবাকা, ইন্না 'আযাবাকা বিল কাফিরীনা মুলহাক্ব, আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তা'ঈনুকা, ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়ানুসনী 'আলাইকাল খাইর; ওয়ালা নাকফুরুকা, ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাখদ্বা'উ লাকা, ওয়া নাখলা'উ মাই ইয়াকফুরুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি, তোমারই জন্য নামায আদায় করি ও সিজদা করি, তোমারই দিকে দৌড়াই এবং তোমারই আনুগত্যের প্রতি উৎসাহী হই, তোমারই রহমতের আশা পোষণ করি। তোমার আযাবের ভয় করি, নিশ্চয় তোমার আযাব কাফেরদের বেষ্টন করবেই। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি ও তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমার উত্তম প্রশংসা করি, আর তোমার কুফুরী করিনা। একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান রাখি, তোমারই আনুগত্য করি, আর যে তোমার কুফুরী করে আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বায়হাকী)

বিতর নামাযে সালাম ফিরানোর পর দোয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাযে সূরা আ'লা এবং সূরা কাফেরুন ও সূরা ইখলাস পড়তেন। এরপর যখন সালাম ফিরাতেন তিনবার বলতেন--سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ছুব্‌হানাল মালিকিল কুদ্দুস। এবং তৃতীয়বারে স্বশব্দে আওয়াজ দীর্ঘ করে বলতেন--رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ রাব্বিল মালা-ইকাতি ওয়ার রুহ্ (নাসায়ী)

নামাযে একনিষ্ঠ হওয়ার দোয়া

হযরত উসমান ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার ও আমার নামাযের মাঝে অনুপ্রবেশ করে এবং কেরাতের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ শয়তানের নাম হচ্ছে খানযাব, যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করো তখন আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করো আর তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করো। (মুসলিম)

ঘুম থেকে ওঠার পরের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ–

উচ্চারণ ঃ আল্‌ হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্‌ নুশূর।

অর্থঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি আমার (ঘুমের ন্যায়) মৃত্যুর পর আমাকে (পুনরায় জাগ্রত করে) জীবিত করলেন, আর তাঁরই কাছে (আমাদের) সকলের পূণরুত্থান হবে। (বোখারী, মুসলিম)

কাপড় পরিধান কালে পঠিতব্য দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَاقُوَّةَ–

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযাছ্‌ ছাওবা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন্‌ গাইরি হাওলিম্‌ মিন্নী ওয়ালা কুউয়াহ্‌।

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি আমাকে এটা পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ ব্যতীতই তিনি আমাকে এটা দান করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌)

নতুন কাপড় পরিধান কালে পঠিতব্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ–أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَاصُنِعَ لَهُ–وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَاصُنِعَ لَهُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু আন্‌তা কাসাওতানীহি আস্‌আলুকা মিন খাইরিহী ওয়া খাইরিমা সুনি'আ লাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররিমা সুনি'আ লাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছো। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটি যে জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি এর অনিষ্ট এবং এটি তৈরির অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

নতুন পোষাক পরিধানকারীর জন্য দোয়া

যে ব্যক্তি নতুন পোষাক পরিধান করে, তাঁর জন্য অন্যান্য লোকজন এভাবে দোয়া করবে– تُبْلِىْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى۔

উচ্চারণঃ তুবলি ওয়া ইউখ্‌লিফুল্লাহু তা'য়ালা।

অর্থঃ যথাসময়ে পুরাতন হয়ে বিনষ্ঠ হবে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তা'য়ালা এর স্থলাভিষিক্ত করুক। (আবু দাউদ)

اِلْبِسْ جَدِيْدًا–وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا–

উচ্চারণঃ ইলবিস্ জাদিদাঁও ওয়া ই'শ্ হামিদাঁও ওয়া মুত্ শাহিদা।

অর্থঃ নতুন পোষাক পরিধান করো, প্রশংসিতরূপে জীবনযাপন করো, এবং শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ করো। (ইবনে মাজাহ্)

কাপড় খুলে রাখার সময় যে দোয়া পড়তে হয়

بِسْمِ اللّٰهِ বিসমিল্লাহ-আল্লাহ তা'য়ালার নামে খুলে রাখলাম। (তিরমিযী)

পায়খানায় প্রবেশ করার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ–

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা ইসি।

অর্থঃ বিসমিল্লাহ–হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে অপবিত্র জ্বিন নর ও নারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (বোখারী)

পায়খানা থেকে বের হওয়া কালে দোয়া

غُفْرَانَكَ– গুফ্‌রানাকা– অর্থাৎ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌)

বাড়ী থেকে বের হওয়া কালে পঠিতব্য দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ–تَوَ كَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ–وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ–

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্‌কাল্‌তু 'আলাল্লাহি, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্‌।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার নাম নিয়ে তাঁরই প্রতি ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি সামর্থ নেই। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ–أَوْأُضِلَّ–أَوْأَزِلَّ–أَوْ أُزَلَّ– أَوْ أَظْلِمَ–
أَوْأُظْلَمَ–أَوْ أَجْهَلَ–أَوْيُجْهَلَ عَلَيَّ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আউযুবিকা আন আদ্বিল্লা আউ উদ্বাল্লা, আউ আযিল্লা, আউ উযাল্লা, আউ আয্‌লিমা, আউ উয্‌লামা, আউ আজ্‌হালা, আউ ইয়ূজহালা 'আলাইয়্যা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে অথবা কারো দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হতে, আমি অন্যকে পথস্খলন করতে অথবা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে, আমি অন্যকে নির্যাতন করতে অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হতে এবং আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে বা নিজে অপরের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌)

বাড়িতে প্রবেশ করার সময় পঠিতব্য দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا، وَعَلٰى رَبِّنَا تَوَ كَّلْنَا، ثُمَّ
لِيُسَلِّمْ عَلٰى أَهْلِهِ–

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়ালাজ্‌না, ওয়াবিস্‌মিল্লাহি খারাজ্‌না, ওয়া 'আলা রাব্বিনা তাওয়াক্‌কাল্‌না।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার নামে আমরা প্রবেশ করি, তাঁর ওপরই আমরা ভরসা করি। এরপর পরিবারের সদস্যদেরকে সালাম দিতে হবে। (আবু দাউদ)

গোনাহ্ মাফ চাওয়ার দোয়া

اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ-وَمَا أَخَّرْتُ-وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ- وَمَا أَسْرَفْتُ-وَمَا أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু, ওয়ামা-আখ্‌খারতু, ওয়ামা আসরারতু, ওয়ামা আ'লান্‌তু ওয়ামা আসরাফ্‌তু, ওয়ামা আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্‌তাল মুকাদ্দিমু, ওয়া আন্‌তাল মু'আখ্‌খিরু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি যেসব গোনাহ অতীতে করেছি এবং যা পরে করেছি এর সমস্তই তুমি ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করো সেই গোনাহ্‌সমূহ যা আমি গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি, ক্ষমা করো আমার সীমালংঘন জনিত গোনাহসমূহ এবং সেই সব গোনাহ যে গোনাহ সম্বন্ধে তুমি আমার থেকেও অধিক বেশী জানো। তুমি যা চাও আগে করো এবং তুমি যা চাও পরে করো। আর তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। (মুসলিম)

সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার দোয়া

اللّٰهُمَّ أَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ-وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ ই'ন্নি আ'লা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ই'বাদাতিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! তোমার যিকর, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দর ভাবে সমাধা করার কাজে আমাকে সহায়তা করো। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

বার্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ -وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ -وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ- وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল বুখ্‌লি, ওয়া আউ'যুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়া আউ'যুবিকা মিন আন্‌ উরাদ্দা ইলা আরয্‌লিল্‌ 'উমুর, ওয়া আ'উযুবিকা মিন্‌ ফিত্‌নাতিদ্‌ দুন্‌ইয়া ও আযাবিল ক্বাব্‌রি।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি আশ্রয় চাই কার্পণ্যতা থেকে এবং আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে, আর আশ্রয় চাই বার্ধক্যের চরম দুঃখ-কষ্ট থেকে, দুনিয়ার ফিৎনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। (বোখারী ফতহুলবারী)

জাহান্নাম থেকে পানাহ্‌ চাওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল জান্নাতা ওয়া আয়ুযুবিকা মিনান্‌ নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় কামনা করছি।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্‌)

সত্য কথা বলার তাওফিক চেয়ে দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَاعَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ–اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ–وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ–وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ–وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ–وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَاتَنْقَطِعُ–وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ–وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ–وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَافِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ–اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিই'ল্‌মিকাল গাইবা ওয়া কুদরাতিকা 'আলাল খালক্বি আহ্‌য়িনী মা 'আলিম্‌তাল হা ইয়াতা খাইরাল্‌লী ওয়া তাওয়াফ্‌ফানী ইযা 'আলিম্‌তাল ওয়াফাতা খাইরাল্‌লী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌'আলুকা খাশ্‌ইয়াতাকা ফিল গাইবি ওয়াশ্‌ শাহাদাহ্‌। ওয়া আস্‌'আলুকা কালিমাতাল হাক্বক্বি ফির রিদ্বা ওয়াল গাদ্বাব,

ওয়া আস্ আলুকাল ক্বাসদা ফিল গিনা-ই ওয়াল ফাক্‌রি। ওয়া আস্‌আলুকা না'ঈমান লা ইয়ান্‌ফাদু, ওয়া আস্‌আলুকা ক্বুররাতা 'আইনিন লা তানকাতি'উ, ওয়া আস্‌আলুকার রাদ্বা বা'দাল কাদ্বায়ি ওয়া আসআলুকা বারদাল আই'শি বাদাল মাউতি ওয়া আস্‌আলুকা লায্‌যাতান নাযরি ইলা ওয়াজহিকা ওয়াশ্ শাওক্বা ইলা লিক্বা ইকা ফীগাইরি দ্বাররা'আ মুদ্বিররাতিন ওয়ালা ফিত্‌নাত্বিম্ মুদ্বিল্লাহ্। আল্লাহুম্মা যাইয়্যান্না বিযীনাতিল ঈমানি ওয়াজ 'আলনা হুদাতাম মুহ্‌তাদীন।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি তোমার জ্ঞান এবং সকল সৃষ্টির ওপর তোমার সার্বভৌম ক্ষমতার মাধ্যমে, আমাকে তুমি জীবিত রাখো ততোদিন পর্যন্ত যতোদিন তুমি জানো যে, আমার জীবিত থাকা আমার জন্য শ্রেয় এবং আমাকে তুমি মৃত্যু দাও সেই সময় যখন তুমি জানো যে, মৃত্যু আমার জন্য শ্রেয়। হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে চাই আমার হৃদয়ে তোমার ভয়-ভীতি গোপনে লোক চক্ষুর অগোচরে এবং প্রকাশ্যে। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি সত্য কথা বলার তাওফীক, খুশীর সময়ে এবং ক্রোধের অবস্থাতে, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি মধ্যপথ গ্রহণের দরিদ্রে এবং ঐশ্বর্যে, আমি তোমার কাছে এমন বস্তু চাই যা নয়নাভিরাম যা কখনও আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেনা। আমি তোমার কাছে চাই তকদীরের প্রতি সন্তোষ। আমি তোমার কাছে চাই মৃত্যুর পর সুখ-সমৃদ্ধ জীবন। আমি তোমার কাছে কামনা করি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধুর্য, আমি কামনা করি তোমার সাথে সাক্ষাত লাভের আগ্রহ ব্যাকুলতা যা লাভ করলে আমাকে স্পর্শ করবে না কোনো অনিষ্ট, আর আমাকে সম্মুখীন হতে হবেনা এমন কোনো ফেৎনার যা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাদেরকে ঈমানের অলংকার দ্বারা বিভূষিত করো এবং আমাদেরকে তুমি করো পথপ্রদর্শক এবং হেদায়েতের পথিক। (নাসায়ী, আহ্‌মদ)

যাবতীয় গোনাহ্ মাফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا أَللّٰهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ كُفُوًا أَحَدٌ-أَنْ تَغْفِرَلِيْ ذُنُوْبِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ইয়া আল্লাহু বিআন্নাকাল ওয়াহিদুল আহাদুস্ সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউ লাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্‌লাহু কুফুওয়ান আহাদ। আন তাগ্‌ফিরলী যুনূবী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি এক অদ্বিতীয় সকল কিছুই যার দিকে মুখাপেক্ষী যিনি জন্ম দেননি এবং নেননি যার সমকক্ষও কেউ নেই, তোমার কাছে আমি কামনা করি তুমি আমার যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে দাও নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (নাসায়ী, আহ্‌মদ)

জান্নাত লাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ -الْمَنَّانُ-يَابَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ- يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা বিআন্না লাকাল হাম্‌দ। লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহ্‌দাকা লাশারীকা লাকাল মান্নান। ইয়া বাদী'আস্ সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামি, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যূমু ইন্নী আস্‌আলুকাল্ জান্নাতা ওয়া আ'উযু বিকা মিনান্ নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! সকল প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই। হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সীমাহীন অনুগ্রহকারী, হে মর্যাদাবান ও কল্যাণময়, হে চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী। আমি তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করছি। (নাসায়ী, আহ্‌মদ)

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّىْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা বিআন্নী আশ্‌হাদু আন্নাকা আন্‌তাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তাল আহাদুস সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, তুমি তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, এমন এক সত্তা যার কাছে সকল কিছু মুখাপেক্ষী তিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

হালাল জীবিকা লাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا -وَرِزْقًا طَيِّبًا -وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ‘ইল্‌মান নাফি’আন্ ওয়া রিয্‌কান ত্বায়্যিবান ওয়া ‘আমালাম্ মুতাক্বাব্বালা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে উপকারী বিদ্যা, পবিত্র জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করি। (ইবনে মাজাহ্) (ফযর নামাযের সালাম ফিরানোর পরে উল্লেখিত দোয়া পাঠ করতে হবে।)

সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'য়ালার যিকর

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ -لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ -مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ -وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ -وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ -وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا -وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

উচ্চারণঃ আয়ুযুবিল্লা হিমিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম। আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম। লা তা'খুযুহু সিনাতাওঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মাফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদ্বি, মান যাল্লাযি ইয়াশ্ ফাউ' ই'নদাহু ইল্লা বিইয্‌নিহি। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম। ওয়া লা ইউহিত্বুনা বিশাইয়িম মিন ই'লমিহি ইল্লা বিমা শাআ। ওয়া সিআ' কুরসিই ইউহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব। ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফ্ যুহুমা ওয়া হুওয়াল আ'লিই উল আ'যিম।

অর্থঃ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব পরাক্রমশালী সত্ত্বা। ঘুম (তো দূরের কথা সামান্য) তন্দ্রাও তাকে আচ্ছন্ন করে না, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ করবে? তাদের বর্তমান

ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তার জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই তার সৃষ্টির কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি) তিনি কাউকে দান করে থাকেন (তবে তা ভিন্ন কথা,) তার বিশাল ক্ষমতা আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে। এ উভয়টির হেফাযত করার কাজ কখনো তাকে পরিশ্রান্ত করে না তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান।

قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ -اَللّٰهُ الصَّمَدُ -لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ -وَلَمْ يَكُن لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ-

উচ্চারণ ঃ কুলহুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লাহুচ্ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূ লাদ ওয়ালাম ইয়াকুল-লাহু- কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থঃ (হে মুহাম্মাদ), তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি একক। তিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন। তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। (আর) তাঁর সমতুল্যও দ্বিতীয় কেউ নেই।

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ -مِن شَرِّمَا خَلَقَ -وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ -وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ-وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ-

উচ্চারণ ঃ ক্বুল আউ'যু বিরাব্বিল ফালাক্ব। মিনশাররিমা খালাক। ওয়ামিন শাররি গাসিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন নাফ্ফা-ছা-তি ফিল উক্বাদ্ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ্।

অর্থঃ (হে নবী) তুমি বলো, আমি উজ্জল প্রভাতের মালিকের আশ্রয় চাই। (আশ্রয় চাই) তার সৃষ্টি করা (প্রতিটি জিনিসের) অনিষ্ট থেকে। আমি আশ্রয় চাই রাতের (অন্ধকারে সংঘটিত) অনিষ্ট থেকে; (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়। (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে জাদুটোনাকারীনীদের অনিষ্ট থেকে। হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও (আমি তোমার আশ্রয় চাই,) হিংসুক ব্যক্তি থেকে, যখন সে তার হিংসায় জ্বলে উঠে।

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ -مَلِكِ النَّاسِ -إِلٰهِ النَّاسِ -مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ -الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ النَّاسِ -مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-

•

উচ্চারণ ঃ ক্বুল আউ'যু বিরাব্বিন্নাস, মালিকনীন্নাস, ইলাহিন্নাস। মিনশাররিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস, আল্লাজী ইউ ওয়াস উয়ীসু ফীছুদুনিরন্নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থঃ (হে নবী) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই, মানুষের মালিকের কাছে। (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (আসল) বাদশাহ্ -এর কাছে। (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের মাবুদের কাছে। (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়েই) গা ঢাকা দেয়, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জিনদের মধ্য থেকে (হোক মানুষদের মধ্য থেকে) হোক, তাদের অনিষ্টের হাত থেকে (আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাই)। এই সূরা তিনটি তিনবার করে পড়বে।

প্রত্যেক দিনের অমঙ্গল দূর করার দোয়া

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ-لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ-لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَابَعْدَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَافِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ-رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ-وَسُوْءِ الْكِبَرِ-رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِيْ النَّارِ وَعَذَابٍ فِيْ الْقَبْرِ-

উচ্চারণ ঃ আস্বাহ্না ওয়া আসবাহাল মুল্কু লিল্লাহী ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু, ওয়া রাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর, রাব্বি আস্আলুকা খাইরা মা ফী হাযাল ইয়াওমি ওয়া খাইরা মা বা'দাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ শাররি মা ফী হাযাল ইয়াওমি ওয়া শাররি মা বা'দাহু। রাব্বি আউ'যুবিকা মিনাল কাসালি ওয়া সূইল কিবারি, রাব্বি আউ'যু বিকা মিন 'আযাবিন্ ফিন্ নারি ওয়া 'আযাবিন্ ফিল ক্বাব্রি।

অর্থঃ আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহ তা'য়ালার (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সকালে উপনীত হয়েছি, আর সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর

ক্ষমতাবান। প্রভু হে! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত আছে আমি তোমার কাছে তার প্রার্থনা করছি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত আছে, তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। প্রভু! আলস্য এবং বার্ধক্যের কষ্ঠ হতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا-وَبِكَ أَمْسَيْنَا-وَبِكَ نَحْيَا-وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহ্না ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া, ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমরা তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমারই মর্জিতে আমরা জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করবো, আর তোমারই দিকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত হয়ে সমবেত হবো।

সন্ধ্যার সময় পঠিতব্য দোয়া

সন্ধ্যা হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ -وَبِكَ أَصْبَحْنَا-وَبِكَ نَحْيَا-وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া, ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই। তোমারই মর্জিতে জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করি, আর তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (তিরমিযী)

কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ- خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ- وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ- أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ-

أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ- وَأَبُوْءُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْلِى فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী ই-লাহা ইল্লা আন্‌তা খালাক্কতানী ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা আহ্‌দিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাত্বা'তু, আউ'যুবিকা, মিন শাররি মাসানা'তু আবূ উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূ উ বিযাম্‌বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমার প্রভু তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দাহ্‌ এবং আমি আমার সাধ্যমতো তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গিকারাবদ্ধ রয়েছি, আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি, আমার প্রতি তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার গোনাহ্‌সমূহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয় তুমি ভিন্ন আর কেউই গোনাহসমূহের ক্ষমাকারী নেই। (বোখারী)

সকাল সন্ধ্যায় চারবার পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ -وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ -أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ -وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহতু উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা 'আরশিকা ওয়া মালা-ইকাতাকা, ওয়া জামী'আ খাল্‌ক্বিকা, আন্নাকা আন্‌তাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাকা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুকা ওয়া রাসূলুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তোমার অনুগ্রহে সকালে উপনীত হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার আরশের বহনকারীদের এবং তোমার সকল ফেরেশ্‌তার ও তোমার সকল সৃষ্টির। নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কেউ নেই, তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দাহ্‌ এবং রাসূল। (সকালে চারবার এবং সন্ধ্যায় চারবার বলবে।) (বোখারী, আবু দাউদ)

দিন ও রাতের শুকরিয়া আদায়ের দোয়া

اَللّٰهُمَّ مَاأَصْبَحَ بِى مَنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِن خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ -فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মা আসবাহাবী মিননি'মাতিন আওবি আহাদিন মিন খালক্বিকা ফামিনকা ওয়াহদাকা লা-শারীকা লাকা ফালাকাল হাম্‌দু ওয়া লাকাশ্‌ শুক্‌রু।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমার সাথে যে নেয়ামত প্রাপ্তাবস্থায় কেউ সকালে উপনীত হয়েছে, অথবা তোমার সৃষ্টির মাঝেও কারো সাথে এসব নেয়ামত তোমার কাছ থেকে। তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই, প্রশংসা মাত্র তোমার। আর সকল প্রকার কৃতজ্ঞতার প্রাপ্য তুমি।

যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করলো সে যেনো সেদিনের শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করলো সে যেনো রাতের শুকরিয়া আদায় করলো। (আবু দাউদ)

দেহের নিরাপত্তা চেয়ে দোয়া

اَللّٰهُمَّ عَافِنِى فِىْ بَدَنِىْ- اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ -اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ بَصَرِىْ- لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ -اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ- وَالْفَقْرِ- وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ- لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা 'আফ্‌নী ফীসাম্‌ঈ, আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী বাসারী লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল কুফ্‌রি, ওয়াল ফাক্বরি ওয়া আউ'যুবিকা মিন 'আযাবিল ক্বাব্‌রি, লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান করো, আমার কর্ণের নিরাপত্তা দান করো, আমার চক্ষুতে নিরাপত্তা প্রদান দান করো। আল্লাহ তা'য়ালা তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি, কুফুরী এবং দারিদ্রতা হতে, আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। (সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে।) (আবু দাউদ, আহ্‌মদ)

আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার দোয়া

যে ব্যক্তি এই দোয়াটি সকালে সাতবার এবং সন্ধ্যায় সাতবার বলবে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তার জন্য যথেষ্ট হবেন।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَاإِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণঃ হাস্‌বি ইয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়া আলাইহি তাওয়াক্‌কালতু ওয়াহুওয়া রাব্বুল আ'রশির আ'যিম।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, আমি তাঁর উপর নির্ভর করি, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক। (আবু দাউদ)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ-

উচ্চারণঃ আউ'যু বিকালিমা তিল্লাহিত্‌ তাম্মাতি মিন শার্‌রি মা খালাক্ব।

অর্থঃ আল্লাহ্‌ তা'য়ালার পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা তাঁর কাছে আমি অনিষ্ঠকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (তিনবার বলতে হবে) (মুসলিম, তিরমিযী, আহ্‌মদ)

দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা চেয়ে দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ - فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِىْ- وَمَالِىْ- اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِىْ- وَآمِنْ رَوْعَاتِىْ- اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ- وَمِنْ خَلْفِىْ- وَعَنْ يَمِيْنِىْ- وَعَنْ شِمَالِىّ- وَمِنْ فَوْقِىْ- وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আফ্‌ওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদ্‌দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌'আলুকাল আফ্‌ওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়াদুন্‌ইয়া ওয়া আহ্‌লী, ওয়ামালী আল্লাহুম্মাস্‌তুর 'আউবাতী ওয়ামিন রাও'আতী। আল্লাহুম্মাহ্‌ফায্‌নী মিম্‌ বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়ামিন খালফী ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন্‌ শিমালী ওয়া মিন ফাউক্বী, ওয়া আ'উযুবি আযামাতিকা আন উগ্‌তালা মিন তাহ্‌তী।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ক্ষমার আর কামনা করছি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তার। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমার গোপন দোষ ত্রুটি সমূহ ঢেকে রাখো, চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দাও। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখো আমার সম্মুখের বিপদ হতে এবং পশ্চাতের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং বামের বিপদ হতে, আর উর্ধ্ব জগতের গযব হতে। তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদ হতে, তথা মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

অন্যের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ- رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ- أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ -أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ -وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءً أَوْ أَجُرَّهُ إِلٰى مُسْلِمٍ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাতি ফাত্বিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, রাব্বা কুল্লি শাইইন ওয়া মালীকাহু, আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লা আন্তা আউ'যুবিকা মিন্ শাররি নাফ্সী ওয়ামিন শাররিশ শাইত্বানি ওয়াশার কিহি ওয়া আন আক্বতারিফা 'আলা নাফ্সী সূ'আন আউ আজুররাহু ইলা মুসলিম।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানো। আকাশ ও পৃথিবীর তুমি সৃষ্টিকর্তা। তুমি সব বস্তুর প্রভু প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আর শয়তান এবং তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোনো মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লা হিল্লাযী লা ইয়াদ্বুররু মা 'আস্‌মিহী শাই'উন ফিল্‌ আরদ্বি ওয়ালা ফিস্‌ সামায়ী, ওয়াহুয়াস্‌ সামী'উল আলীম।

অর্থঃ আমি সেই আল্লাহ তা'য়ালার নামে আরম্ভ করছি, যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো বস্তুই কোনোরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (তিরমিযী, আবু দাউদ) (তিনবার বলবে)

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا– وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا–وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا–

উচ্চারণ ঃ রাদ্বীতু বিল্লাহি রাব্বা, ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনা, ওয়াবি মুহাম্মাদিন্‌ নাবিয়্যা।

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালাকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে লাভ করে পরিতুষ্ট। (তিনবার বলবে) (তিরমিযী, আহ্‌মদ)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ –عَدَدَ خَلْقِهٖ –وَرِضَا نَفْسِهٖ –وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ–

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী 'আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিদ্বা নাফ্‌সিহী ওয়া যিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্‌ তা'য়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর সৃষ্টি বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তুষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লিখার কালি পরিমাণ অসংখ্যবার। (ভোর হলে তিনবার বলবে) (মুসলিম)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ– সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দি।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্‌ তা'য়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা সহকারে। (একশত বার) (মুসলিম)

নিজেকে সংশোধন করার দোয়া

يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ

وَلَاتَكِلْنِىْ إِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ–

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম বিরাহ্‌মাতিকা আস্‌তাগীসু আসলিহ্‌লী শা'নী কুল্লাহ্‌ ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফ্‌সী ত্বারাফাতা 'আইনি।

অর্থঃ হে চিরঞ্জীব, হে চির সংরক্ষক, তোমার রহমতের জন্য আমি তোমার দরবারে জানাই আমার সকাতর নিবেদন। তুমি আমার অবস্থা সংশোধন করে দাও, তুমি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের (একমুহূর্তের) জন্যেও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না। (হাকেম, তারগিব-তারহীব)

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ– আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি।

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর প্রতিই তাওবা করছি। (বোখারী, মুসলিম) (প্রতিদিন একশতবার পড়বে।)

দিনের কল্যাণ কামনা করে দোয়া

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –اَللّٰهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ –فَتْحَهُ –وَنَصْرُهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ –وَهُدَاهُ –وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَافِيْهِ وَشَرِّ مَابَعْدَهُ–

উচ্চারণ ঃ আসবাহ্‌না ওয়া আসবাহালমুলকু লিল্লাহি রাব্‌বিল 'আলামীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরা হাযাল ইয়াউমি ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু ও নূরাহু ওয়া বারাকাতাহু, ওয়া হুদাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি মা ফীহি ওয়া শাররি মা বা'দাহু।

অর্থঃ সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহে আমরা এবং সকল জগত প্রভাতে উপনীত হলাম। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে কামনা করি এই দিনের কল্যাণ, বিজয় ও সাহায্য, নূর ও বরকত এবং হেদায়াত। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এই দিনের এবং এই দিনের পরের অকল্যাণ হতে। (এরপর যখন সন্ধ্যা হবে এইরূপ বলবে।) (আবু দাউদ, জাদুল মাআদ)

পদমর্যাদা বৃদ্ধির দোয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সকালে যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়বে–

لاَإِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰـهُ -وَحْدَهُ لاَشَـرِيْكَ لَهُ -لَـهُ الْمُـلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَهُـوَ عَـلٰى كُلِّ شَـيْءٍ قَـدِيْـرٌ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলাকুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই জন্য, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান।

সে ব্যক্তি ইসমাইল আলাইহিস্ সালামের বংশের একজন দাস মুক্ত করার সমান পূণ্যলাভ করবে। আর তার দশটি গোনাহ্ ক্ষমা করা হয় এবং দশটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত দিবসে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের প্ররোচনা ও বিভ্রান্তি হতে তাকে সুরক্ষিত রাখা হয়। আর যখন সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়বে তখন অনুরূপ প্রতিফল পাবে সকাল হওয়া পর্যন্ত। (ইবনে মাজাহ্, বুখারী ও মুসলিমে প্রতিদিন সকালে এই দোয়া একশতবার পড়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে।)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে এবং সন্ধ্যায় বলতেন–

أَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلاَمِ وَعَـلٰى كَلِمَـةِ الْاِخْلاَصِ -وَعَلٰى دِيْـنِ نَبِيِّنَا مُحَـمَّـدٍ -وَعَـلٰى مِـلَّـةِ أَبِـيْنَا إِبْرَاهِـيْمَ -حَنِيْـفًا مُسْلِمًا وَّمَاكَانَ مِـنَ الْمُشْرِكِـيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আসবাহনা 'আলা ফিত্‌রাতিল ইসলামি, ওয়া'আলা কালিমাতিল ইখলাসি ওয়া 'আলা দ্বীনী নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়া'আলা মিল্লাতি আবীনা ইব্‌রাহীমা হানীফাম মুসলিমাওঁ ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহে আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের ওপর ও ইখলাসের ওপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের ওপর, আমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের মিল্লাতের ওপর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। (আহ্‌মদ)

ভয়ভীতি হতে মুক্তি লাভের দোয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বলো, আমি বললাম, হে আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল! কি বলবো? তিনি বললেন, বলো, কুলহু আল্লাহু আহাদ, (সূরা ইখলাস) এবং (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) যখন সন্ধ্যা হয় এবং সকাল হয় তখন তিনবার করে বলবে, এটাই তোমার বিপদাপদ ও ভয়ভীতি হতে মুক্তি লাভসহ সবকিছুর জন্যই যথেষ্ট হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

শয়নকালে পঠিতব্য দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিরাতে যখন তাঁর শয্যায় গমন করতেন তখন তিনি তাঁর দু'হাতের তালু মিলাতেন, তারপর সূরা ইখলাস পড়তেন, তারপর সূরা ফালাক পড়তেন, তারপর সূরা নাস পড়তেন। এই তিনটি সূরা পাঠ করে দু'হাতে ফু'দিতেন, তারপর উক্ত দু'হাতের তালু দ্বারা দেহের যতোটা অংশ সম্ভব মাসেহ করতেন এবং মাসেহ আরম্ভ করতেন তাঁর মস্তক ও মুখমণ্ডল এবং দেহের সামনের দিক হতে। তিনি এরূপ তিনবার করতেন। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তুমি রাতে তোমার শয্যায় গমন করো তখন আয়াতুল কুরসী পড়ো, সর্বদা তুমি আল্লাহ তা'য়ালার হেফাযতে থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছেও আসতে পারবে না। (বোখারী ফতহুলবারী)

ঘুমানোর পূর্বে পঠিতব্য আয়াত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে, (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম) আয়াত দুটো হলো-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ - كُلٌّ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ - لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ - وَقَالُوْا
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا

إِلاَّ وُسْعَهَا-لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ-رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا-رَبَّنَا وَلاَتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا-رَبَّنَا وَلاَتُحَمِّلْنَا مَالاَطَاقَةَ لَنَابِهِ-وَاعْفُ عَنَّا-وَاغْفِرْلَنَا-وَارْحَمْنَا-اَنْتَ مَوْلنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আমানার রাসূলু বিমা উন্‌যিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনুন, কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়ামালা ইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়া রুসুলিহ্। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহ। ওয়া ক্বালূ সামি'না ওয়াআত্বা'না গুফ্‌রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা-ইয়ুকাল্লিফুল্লাহু নাফ্‌সান ইল্লা উস্'আহা লাহামা কাসাবাত ওয়া'আলাইহা মাক্‌তাসাবাত, রাব্বানা লাতু আখিয্‌না ইন্নাসীনা আউ আক্‌ত্বা'না, রাব্বানা ওয়ালা তাহ্‌মিল 'আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মালাত্বাক্বাতা লানাবিহী, ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগ্‌ফির লানা ওয়ার হামনা আন্‌তা মাওলানা ফান্‌সুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কা'ফিরীন।

অর্থঃ (আল্লাহর) রসূল সেই বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে, যা তার ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা (সে রসূলের ওপর) বিশ্বাস স্থাপন করেছে– তারাও (সেই একই বিষয়ের ওপর) ঈমান এনেছে। এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তার ফেরেস্তাদের ওপর, তার কিতাবের ওপর, তার রাসূলদের ওপর। আমরা তার (পাঠানো) নবী রাসূলদের মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি না, আমরা তো (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (জীবনে তা) মেনেও নিয়েছি। হে আমাদের মালিক, (আমরা) তোমার ক্ষমা চাই, (আমরা জানি) আমাদের একদিন তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো প্রাণীর ওপর তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না– সে ব্যক্তির জন্যে ততোটুকুই বিনিময় রয়েছে যতোটুকু সে (এ দুনিয়ায়) সম্পন্ন করবে; আবার পাপ কাজের (শাস্তিও তার ওপর) ততোটুকু পড়বে, যতোটুকু পরিমাণ সে (এই দুনিয়ায়) করে আসবে। (অতএব, হে মুমেন ব্যক্তিরা, তোমরা এই বলে দোয়া করো) হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে আমাদের মালিক, আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি

চাপিয়েছিলে, তা আমাদের ওপর চাপিয়ো না, হে আমাদের মালিক, যে বোঝা বইবার সামর্থ আমাদের নেই, তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো, তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, তুমিই আমাদের (একমাত্র) আশ্রয়দাতা বন্ধু, অতএব কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।

বিছানায় ফিরে যাওয়ার দোয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার শয্যা হতে উঠে আসে, এরপর বিছানায় নিদ্রার উদ্দেশ্যে ফিরে যায় সে যেনো তার লুঙ্গির এক অঞ্চল দিয়ে অথবা কোনো তোয়ালে, গামছা প্রভৃতি দিয়ে তিনবার বিছানাটি ঝেড়ে দেয়, কেননা সে জানেনা যে তার চলে যাওয়ার পর এতে কি পতিত হয়েছে। তারপর সে যখন শয়ন করে তখন যেনো বলে–

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ–وَبِكَ أَرْفَعُهُ–فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا–وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا–بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ বিস্মিকা রাব্বী ওয়াদা'তু জাম্বী ওয়া বিকা আরফা'উহু ফা'ইন আমসাক্তা নাফ্সী, ফারহামহা ওয়া ইন আরসাল্তাহা ফাহ্ফাযহা বিমা তাহ্ফায্ বিহী 'ইবাদাকাস সালিহীন।

অর্থঃ প্রভু! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশকে শয্যায় স্থাপন করছি (আমি শয়ন করছি), আর তোমারই নাম নিয়ে আমি একে উঠাবো (শয্যা ত্যাগ করবো)। যদি তুমি (আমার নিদ্রিত অবস্থায়) আমার প্রাণ কবজ করো, তবে তুমি এর প্রতি রহম করো, আর যদি তুমি একে ছেড়ে দাও (বাঁচিয়ে রাখো) তাহলে সে অবস্থায় তুমি এর হেফাযত করো যেমনভাবে তুমি তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণকে হেফাযত করে থাকো। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا–لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا– إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا–وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা খালাক্তা নাফসী ওয়া আনতা তাওয়াফফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহইয়াহা ইন্ আহ্ ইয়াইতাহা ফাহ্ফাযহা, ওয়া ইন্ আমাত্তাহা ফাগফিরলাহা আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল 'আফিয়াহ্।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! নিশ্চয় তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছো আর তুমি এর মৃত্যু ঘটাবে (অতএব) এর জীবন ও মরণ যেনো একমাত্র তোমার জন্য হয়। যদি একে বাঁচিয়ে রাখো তাহলে তুমি তার হেফাযত করো, আর যদি তার মৃত্যু ঘটাও নিদ্রাবস্থায় তবে একে মাফ করে দিও। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, আহ্মদ)

শয্যায় শোয়ার দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর ডান হাতটিকে তাঁর গালের নীচে রাখতেন, তারপর তিনবার বলতেন–

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ– আল্লাহুম্মা ক্বিনি আ'যাবিকা ইয়াওমা তাব্আ'ছু ই'বাদাকা। অর্থাৎ– হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাকে তোমার আযাব হতে রক্ষা করো সেই দিবস যখন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থান করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

শয়ন করার দোয়া

بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَاَحْيَا– বিইস্মিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া। অর্থাৎ– হে আল্লাহ তা'য়ালা! তোমার নাম নিয়েই আমি শয়ন করছি এবং তোমার নাম নিয়েই উঠবো। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) কে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দিবো না যা তোমাদের জন্য হবে খাদেম অপেক্ষাও উত্তম? (তারপর তিনি বলেন) যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) গমন করো, তখন তোমরা দু'জনে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলবে, ৩৩বার আল হামদুল্লিলাহ বলবে এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার বলবে। এটা খাদেম অপেক্ষাও তোমাদের জন্য উত্তম হবে। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

ঋণ ও দরিদ্রতা থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ–رَبَّنَا وَرَبَّ

كُلِّ شَيْءٍ-فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى-وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ-
وَالْفُرْقَانِ-أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ-اَللّٰهُمَّ
أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ-وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ-
وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ-وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ
شَيْءٌ-اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতিস্ সাব্'ঈ ওয়া রাব্বাল 'আরশিল 'আযীম, রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইইন্ ফালিক্বাল হাব্বি ওয়ান্ নাওয়া, ওয়া মুন্যিলাত্ তাওরাতি ওয়াল ইন্জীল, ওয়াল ফুরক্বান, আউযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাই ইন্ আন্তা আখিয্ বিনাসিয়াতিহি, আল্লাহুম্মা আন্তাল আউওয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আন্তাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইউন, ওয়া আন্ তায্ যাহিরু ফালাইসা ফাওক্বাকা শাই উন। ওয়া আন্তাল বাত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাইউন, ইক্বদ্বি 'আন্নাদ্ দাইনা ওয়া আগনিনা মিনাল ফাক্বরি।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি সপ্ত আকাশ মণ্ডলীর প্রভু! মহামহিয়ান আরশের প্রভু এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রভু হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের নাযিলকারী তুমি! আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে তোমার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার হাতে রয়েছে সকল বস্তুর ভাগ্য। হে আল্লাহ্ তা'য়ালা তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিলো না, তুমি অনন্ত, তোমার পরে কোনো কিছুই থাকবে না, তুমি প্রকাশমান, তোমার উপরে কিছুই নেই, তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে কাছে কিছুই নেই। প্রভু! তুমি আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দাও, আর আমাকে দরিদ্রতা থেকে মুক্ত রাখো। (মুসলিম)

প্রয়োজন পূরণ হবার পরের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا-وَكَفَانَا-وَآوَانَا -فَكَمْ مِمَّنْ
لَاكَافِيَ لَهُ وَلَامُؤْوِيَ-

উচ্চারণ ঃ আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা ফাকাম্ মিম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়ালা মু'ওয়িয়া।

অর্থঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেছেন এমন বহুলোক রয়েছে যাদের পরিতৃপ্ত করার কেউ-ই নেই, যাদের আশ্রয় দানকারী কেউ-ই নেই। (মুসলিম)

শির্‌ক থেকে পানাহ্ লাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ-رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ-أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ-أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ-وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ-وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا-أَوْ أَجُرَّهُ إِلٰى مُسْلِمٍ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাতি ফাত্বিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, রাব্বা কুল্লি শাইইন ওয়া মালীকাহু, আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লা আন্‌তা আউ'যুবিকা মিন্ শাররি নাফ্‌সী ওয়ামিন শাররিশ শাইত্বানি ওয়াশার কিহি ওয়া আন আক্বতারিফা 'আলা নাফ্‌সী সূ'আন আউ আজুররাহু ইলা মুসলিম।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানো। আকাশ ও পৃথিবীর তুমি সৃষ্টিকর্তা। তুমি সব বস্তুর প্রভু প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আর শয়তান এবং তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোনো মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভের দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা সিজদা এবং সূরা মূলক না পড়ে ঘুমাতেন না। (তিরমিযী, নাসায়ী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তুমি (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) তোমার শয্যায় গমন করবে তখন নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে, তারপর তোমার ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করবে। এরপর এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِىْ إِلَيْكَ-وَوَجَّهْتُ

وَجْهِي إِلَيْكَ –وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ –رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ –لاَمَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ –أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আস্‌লামতু নাফ্‌সী ইলাইকা, ওয়া ফাউওয়াদ্বতু আমরী ইলাইকা, ওয়া ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়াআল জা'তু যাহ্‌রী ইলাইকা রাগ্‌বাতাওঁ ওয়া রাহ্‌বাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মান্‌জা মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা, আমান্‌তু বিকিতা, বিকাল্লাযী আন্‌যালতা ওয়াবি নাবিয়্যিকাল্‌ লাযী আরসালতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা। আমি নিজেকে তোমার প্রতি সঁপে দিলাম, আর আমার সমগ্র কার্যক্রম তোমার উদ্দেশ্যেই নিবেদন করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে স্থাপন করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই ঝুকিয়ে দিলাম, আর এ সমস্তই করলাম তোমার রহমতের আশায় এবং তোমার শাস্তির ভয়ে। কোনো আশ্রয় নেই এবং মুক্তির কোনো উপায় নেই একমাত্র তোমার আশ্রয় এবং উপায় ছাড়া, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি তোমার সেই কিতাবের প্রতি যা তুমি নাযিল করেছো এবং তোমার সেই নবীর প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর বলেন, যদি তুমি (এই দোয়া পাঠের পর ঐ রাত্রিতেই) মৃত্যু বরণ করো তবে ফিৎরাতের উপরে অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

বিছানায় শোয়াবস্থায় জাগ্রত হয়ে পড়ার দোয়া

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় শোয়াবস্থায় পার্শ পরিবর্তন করতেন তখন বলতেন–

لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ–رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ–

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহ্‌হার, রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামা বাইনা হুমাল 'আযীযুল গাফফার।

অর্থঃ এক ও ক্ষমতাবান আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবূদ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থিত সমূহ বস্তুর প্রতিপালক, তিনি মহাপরাক্রমশালী ক্ষমাশীল। (হাকেম, নাসায়ী)

ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে পড়ার দোয়া

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ- وَشَرِّ عِبَادِهِ- وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ-

উচ্চারণ ঃ আউ'যু বিকালিমাতিল্লা হিত্ তাম্মাতি মিন্ গাদ্বাবিহি ওয়া ইক্বাবিহী ওয়া শাররি 'ইবাদিহী ওয়া মিন হামাযাতিশ্ শাইয়াত্বীনি ওয়া আই ইয়াহ্‌দ্বারূন।

অর্থঃ আমি পরিত্রাণ চাই আল্লাহ তা'য়ালার পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর গযব হতে এবং তাঁর আযাব হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে।(আবু দাউদ, তিরমিযী)

স্বপ্ন দেখলে কি করতে হবে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নেক স্বপ্ন আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে, আর হুলম-অর্থাৎ বিভ্রান্তিমূলক স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে, অতএব যখন তোমাদের মধ্যে কেউ স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা তার কাছে ভালো লাগে সে যেনো তা তার প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অপর কারো কাছে ব্যক্ত না করে। আর সে যদি স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তখন সে যেনো তা কারো কাছে না বলে। বরং তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্ তা'য়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করে ঐ অনিষ্ট হতে যা সে দেখেছে। (আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে তিনবার) সে যেনো তা কারো কাছে না বলে। এরপর যে পার্শ্বে সে শুয়েছিলো তা পরিবর্তন করে। (বোখারী, মুসলিম)

বিপদ ও দুশ্চিন্তার সময় দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ-ابْنُ عَبْدِكَ-ابْنُ أَمَتِكَ-نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ-مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ -عَدْلٌ قَضَاؤُكَ -أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ -سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ- أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ -أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ-أَوِ

اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ-أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ -وَنُوْرَ صَدْرِيْ -وَجَلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আবদুকাবনু 'আবদিকাব নু'আমাতিকা, নাসিয়াতী বিয়াদিকা, মা-যিন ফিয়্যা হুকমুকা, 'আদলুন ফিয়্যাকাদ্বউকা, আসআলুকা বিকুল্লিস্মিন্ হুওয়া লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফ সাকা, আউ আন্যালতাহু ফী কিতাবিকা আউ 'আল্লামতাহু আহ্দাম্ মিন খালক্বিকা, আবিস্তা'সারতা বিহি ফী 'ইলমিলগাইবি 'ইনদাকা আন্ তাজ'আলাল ক্বুর'আনা রাবী'আ ক্বালবী, ওয়া নূরা সাদ্‌রী, ওয়া জালাআ হুযনী ওয়া যাহাবা হাম্মী।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হস্তে, আমার ওপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির পরিবর্তে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছো অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছো, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো, তোমার কাছে এই কাতর প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআন মজীদকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী। (আহ্মদ)

কাপুরুষতা ও অলসতা থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ -وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ- وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ -وَضَلَعِ الدَّيْنَ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়াল 'আজ্‌মি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়ালজুবনি ওয়াদ্বালা 'ইদ্দাইনি ওয়াগালাবাতির রিজাল।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে। (বোখারী ফতহুলবারী)

বিপদাপদ দূর করার দোয়া

لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ -لاَإِلٰهَ إِلاَّاللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ-لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আর্‌শিল আযীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদ্বি ওয়া রাব্বুল 'আরশিল কারীম।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি মহান সহনশীল, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রতিপালক। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

যাবতীয় কাজ সুন্দর করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِىْ إِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ -وَأَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ -لاَإِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাহ্‌মাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফ্‌সী ত্বারফাতা আ'ইনিন ওয়া আসলিহ্ লী শা'নী কুল্লাহু, লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তোমারই রহমতের আকাঙ্খী আমি, সুতরাং তুমি চোখের পলক পরিমাণ এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিওনা, তুমি আমার সমস্ত কাজ সুন্দর করে দাও, তুমি ভিন্ন দাসত্ব লাভের যোগ্য নেই কোনো মাবুদ। (আবু দাউদ, আহ্‌মদ)

বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার দোয়া

لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানা ইন্নি কুন্‌তু মিনায্ যালিমিনীন।

অর্থঃ তুমি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি জালেমদের অন্তর্ভূক্ত। (তিরমিযী, হাকেম)

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّى لاَأُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا– আল্লাহু আল্লাহু রাব্বি লা উশরিকু বিহী শাইয়া। অর্থাৎ- হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমার প্রভু প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করিনা। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির মুখোমুখি হলে দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ–

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাআযুবিকা মিন শুরুরিহিম। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি শত্রুদের শত্রুতা ও তাদের ক্ষতিসাধনের মুকাবিলায় তোমাকে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ, হাকেম)

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِىْ –وَأَنْتَ نَصِيْرِىْ –بِكَ أَجُوْلُ –بِكَ أَصُوْلُ–

وَبِكَ أُقَاتِلُ– আল্লাহুম্মা আন্তা 'আদুদী; ওয়া আন্তা নাসীরী বিকা আজূলু ওয়া বিকা আসূলু ওয়া বিকা উক্বাতিল। অর্থাৎ- হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমিই আমার শক্তি, তুমিই আমার সাহায্যকারী, তোমার সাহায্যে আমি শত্রুর সম্মুখীন হই, তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ– হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতোই না উত্তম কর্মবিধায়ক। (বোখারী)

জালিমের অত্যাচারের আশঙ্কা হলে দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ–وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ –كُنْ لِىْ جَارًا

مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ –وَأَحْزَابِهٖ مِنْ خَلاَئِقِكَ –أَنْ يَفْرُطَ عَلَىَّ أَحَدٌ

مِنْهُمْ أَوْ يَطْغٰى –عَزَّجَارُكَ –وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ –وَلاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতিস্ সাব্'ঈ, ওয়া রাব্বাল 'আরশিল 'আযীম। কুনলী জারান মিন্ ফুলানিব্নি ফুলানি। ওয়া আহ্যাবিহী মিন খালা ইক্বিকা, আইয়্যাফ্রুত্বা 'আলাইয়্যা আহাদুম মিন্হুম আউ ইয়াত্বগা, আয্যা জারুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাআন্তা।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি সপ্ত আকাশ মণ্ডলীর প্রভু! মহামহিয়ান আরশের প্রভু! অমুক ইবনে অমুকের অনিষ্ট হতে তুমি আমার পড়শী হয়ে যায়, তোমার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট হতে রক্ষার জন্য তুমি যথেষ্ট। যে কেউ আমার ওপর অন্যায় অত্যাচার করবে, তোমার পড়শীত্ব মহাপরাক্রমশালী, তোমার প্রশংসা অতি মহান। আর তুমি ব্যতীত সত্যিকারের প্রভু কেউ নেই। (বোখারী, আল আদাব আল মুফরাদ)

اَللّٰهُ أَكْبَرُ-اَللّٰهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهٖ جَمِيْعًا- اَللّٰهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ- أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَ- الْمُمْسِكِ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهٖ- مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ- وَجُنُوْدِهٖ وَأَتْبَاعِهٖ وَأَشْيَاعِهٖ- مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ -اَللّٰهُمَّ كُنْ لِىْ جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ- جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ- وَتَبَارَكَ اسْمُكَ-وَلَاإِلٰهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আ'আয্যু মিন খালক্বিহী জামী'আ, আল্লাহু আ'আয্যু মিম্মা আখাফু ওয়া আহ্যারু, আ'উযু বিল্লাহিল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল মুম্সিকিস্ সামাওয়াতিস্ সাব্'ঈ আন ইয়া কা'না 'আলাল্ আর্দি, ইল্লা বি ইয্নিহী; মিন শাররি 'আবদিকা ফুলানিন; ওয়া জুনুদিহী ওয়া আত্বা'ইহী ওয়া আশ্ইয়া'ইহী মিনাল জিন্নি ওয়াল ইন্সি, আল্লাহুম্মা কুন লি জারান মিন শাররিহিম জাল্লা সানাউকা ওয়া আয্যা জারুকা, ওয়াতাবারাকাসমুকা, ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা অতি মহান, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে মহাপরাক্রমশালী, আমি যার ভয়-ভীতি করছি তার চেয়ে আল্লাহ তা'য়ালা মহাপ্রাক্রমশালী। আমি ঐ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় চাই যিনি ছাড়া কেউ নেই, যার অনুমতি ছাড়া সপ্ত আকাশ যমীনে পড়তে পারে না-তোমার অমুক বান্দার এবং সৈন্য সামন্ত ও তার অনুসারীদের এবং সমস্ত জ্বিন ও ইনসানের অনিষ্ট থেকে।

হে আল্লাহ তা'য়ালা! তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও, তোমার গুণগান অতি মহান, তোমার পড়শীত্ব মহাপরাক্রমশালী, তোমার নাম অতি মহান, আর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। (বোখারী, আল আদাব আল মুফরাদ)

শত্রুর ওপর বিজয় লাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ- سَرِيْعَ الْحِسَابِ- اهْزِمِ الْأَحْزَابَ- اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মুনযিলাল কিতাব। সারী'আল হিসাবিহ্যিমিল আহ্যাব। আল্লাহুম্মাহ্যিমহুম ওয়া যাল্‌যিলহুম।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! কিতাব নাযিলকারী, ত্বড়িত হিসাব গ্রহণকারী, শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও প্রতিহত করো, তাদেরকে দমন ও পরাজিত করো, তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও। (মুসলিম)

কোনো ব্যক্তিকে দেখে ভয় পেলে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ- আল্লাহুম্মা কাফিনিহীম বিমা শি'তা। অর্থাৎ- হে আল্লাহ তা'য়ালা! এদের মোকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে ইচ্ছামতো সেরূপ আরচণ করো, যেরূপ আচরণের তারা হকদার। (মুসলিম)

ঈমানের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে দোয়া

অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তারপর বলবে- أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ-

উচ্চারণঃ আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম। আমানতু বিল্লাহি ওয়া রুসুলিহী। এই দোয়া পাঠে তার সন্দেহ দূরীভূত হবে। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তি বলবে—আমি আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম। (মুসলিম) এরপর সে আল্লাহ তা'য়ালার এই বাণী পড়বে- هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ-

عَلِيْمٌ হুওয়াল আওওয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়ায্ যাহিরু ওয়াল বাত্বিনু ওয়া হুওয়া বিকুল্লে শাইইন আলীম। অর্থাৎ- তিনি সর্ব প্রথম, তিনি সর্বশেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য, আর সর্ববিষয়ে সুবিজ্ঞ। (সূরা হাদীদ) (আবু দাউদ)

ঋণ পরিশোধের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাক ফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাদ্বলিকা 'আম্মান সিওয়াক।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিযিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। হালাল রুযিই যেনো আমার জন্য যথেষ্ট হয় এবং হারামের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন ও প্রবণতাবোধ না করি। এবং তোমার অনুগ্রহ অবদান দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সকল হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও। তুমি ছাড়া যেনো আমাকে আর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়। (তিরমিযী)

চিন্তা-ভাবনা দূর করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ- وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ -
وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ - وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনালহাম্মি ওয়াল হুয্‌নী, ওয়াল 'আজ্‌যি ওয়ালকাসালি, ওয়াল বুখ্‌লি, ওয়ালজুবনি ওয়া দ্বালা'ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে। (বোখারী)

কঠিন কাজ সহজ হওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَاسَهْلَ إِلاَّ مَاجَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা সাহ্লা ইল্লা মা জা'আলতাহু সাহ্লান ওয়া আন্তা তাজ্'আলুল হুয্না ইযা শি'তা সাহ্লান।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! কোনো কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজসাধ্য করোনি, যখন তুমি ইচ্ছা করো দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য করতে পারো। (ইবনে হেব্বান, ইবনে সুন্নী)

গোনাহ্ সংঘটিত হলে কি করা উচিত

যে কোনো মুসলমান কোনো পাপকাজ করে ফেলে, এরপর অনুতপ্ত হয়ে উত্তমরূপে অযু করে, তারপর দাঁড়িয়ে দু'রাকায়াত নামাজ আদায় করে এবং আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

যে সকল দোয়া কুমন্ত্রণাকে দুর করে

শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা অর্থাৎ আয়ুযুবিল্লাহ পড়া। (আবু দাউদ, তিরমিযী), আযান দেয়া (বুখারী, মুসলিম), মাসনুন দোয়া এবং কুরআন তিলাওয়াত করা। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ কবরে পরিণত করোনা, কেননা, শয়তান ঐ ঘর হতে পলায়ন করে যেখানে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। (মুসলিম)

বিপদে পড়লে যে দোয়া পড়তে হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুর্বল মুমিন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অধিক প্রিয়। প্রত্যেক বস্তুতেই (কিছুনা কিছু) কল্যাণ নিহিত আছে। যা তোমাকে উপকৃত করবে তুমি তার প্রত্যাশী হও। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং নিজেকে পরাভূত মনে করো না। যদি কোনো কিছু (দুঃখ কষ্ট বা বিপদ আপদ) তোমার উপর আপতিত হয়, তবে সেই অবস্থায় একথা বলো না যে, যদি আমি একাজ করতাম বরং বলো আল্লাহ তা'য়ালা তা নির্ধারণ করেছেন বলে ঘটেছে, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ঘটে থাকে। কেনোনা, 'যদি' কথাটি শয়তানের কুমন্ত্রণার দ্বার খুলে দেয়। ((মুসলিম)

সন্তান লাভকারীর জন্য দোয়া

بَارَكَ لَكَ فِى الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ- وَبَلَغَ أَشُدَّهُ- وَرُزِقْتَ بِرَّهُ-

উচ্চারণ ঃ বারাকাল্লাহু লাকা ফিল মাওহুবি লাকা ওয়া শাকারত্বাল ওয়াহিবা ওয়া বালাগা আশুদ্দাহু ওয়া রুযিক্তা বিররাহ্‌।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা তোমার জন্য এই সন্তানে বরকত দান করুন, সন্তান দানকারী মহান আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন, সন্তানটি পূর্ণ বয়সে পদার্পন করুক এবং তার এহসান লাভে তুমি ধন্য হও।

যে দোয়া করলো তার জন্য সন্তানলাভকারী বলবে

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا، وَرَزَقَكَ اللّٰهُ مِثْلَهُ، وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ-

উচ্চারণ ঃ বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা 'আলাইকা ওয়া জাযাকাল্লাহু খাইরান ওয়া রাযাক্বাকাল্লাহু মিছ্‌লাহু ওয়া আজ্‌যালা ছাওয়াবাকা।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা তোমার জন্য বরকত দান করুন, তোমাকে সুপ্রতিফল দান করুন, তোমাকেও এর মতো সন্তান দান করুন এবং তোমার সওয়াব বহু গুণে বৃদ্ধি করুন। (নববীর আল আযকার)

অনিষ্ট হতে শিশুদের রক্ষার দোয়া

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাসান (রাঃ) এবং এবং হুসাইন (রাঃ) এর জন্য এই বলে আশ্রয় কামনা করতেন–

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَّمَّةٍ-

উচ্চারণঃ উ-ই'যু কুমা বিকালিমা তিল্লাহিত্‌ তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইত্বানিওঁ ওয়া হাম্মাতিওঁ ওয়া মিন কুল্লি আ'নিন লাম্মাহ্‌।

অর্থঃ আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতিকর চক্ষু (বদ নযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বোখারী)

রোগী দেখতে গিয়ে দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগী দেখতে গেলে তাকে বলতেন–

لاَبَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ– লা বা'সা ত্বাহুরুন ইন্‌শা আল্লাহ্‌। অর্থাৎ- কিছুনা, ইনশাআল্লাহ তা'য়ালা আরোগ্য লাভ করবে। (বোখারী ফতহুলবারী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেউ কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তার মৃত্যু আসন্ন না হলে তার সম্মুখে সে এই দোয়া সাতবার পাঠ করবে–

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ–

উচ্চারণ ঃ আস্‌আলুল্লাহাল 'আযীমা রাব্বাল আরশীল 'আযীমি আইয়্যাশ্‌ফীকা।

অর্থঃ আমি তোমার রোগ মুক্তির জন্য আরশে আযীমের মহান প্রভু আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এর ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে (মৃত্যু আসন্ন না হলে) নিরাময় করবেন। (সাত বার বলবে) (আবু দাউদ, তিরমিযী)

রোগী দেখতে যাওয়ার ফযিলত

আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যখন কোনো মুসলমান তার মুসলমান রোগী ভাইকে দেখতে যায় তখন সে বসা পর্যন্ত জান্নাতে সদ্য তোলা ফলের মাঝে চলাচল করতে থাকে। যখন সে (রোগীর পার্শ্বে) বসে পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার রহমত তাকে বেষ্টন করে ফেলে, সময়টা যদি সকাল বেলা হয় তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত, আর যদি সময়টা সন্ধ্যা হয় তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিলে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَأَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ার হামনী ওয়ালহিক্‌নী বিররাফীক্বিল আ'লা।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে ক্ষমা করো আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিতে দু'হাত প্রবেশ করাতেন তারপর ভেজা হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করতেন এবং বলতেন–

لاَإِلٰـهَ إِلاَ اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتَ لَسَكَرَاتٍ–

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইন্না লিল মাউতি লাসাকারাত।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, নিশ্চয় মৃত্যুর জন্য ভয়াবহ কষ্ট রয়েছে। (বোখারী ফতহুলবারী)

لاَإِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ– لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ– لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ– لاَإِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ– لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ–

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারিকালাহু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুলমুলকু, ওয়ালাহুল হামদু। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, রাজত্ব তারই আর প্রশংসা মাত্রই তাঁর। আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, পাপ কাজ হতে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করারও কারো ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য ছাড়া। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

মরণাপন্ন ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়াতে যার শেষ কথা হবে– لاَإِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ)

বিপদে পতিত ব্যক্তির দোয়া

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِىْ فِى مُصِيْبَتِىْ وَأَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا–

উচ্চারণ ঃ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন, আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খাইরাম মিন্‌হা।

অর্থঃ আমরা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাকে আমার বিপদের বিনিময়ে সওয়াব দাও এবং তা অপেক্ষা উত্তম স্থলাভিষিক্ত কিছু প্রদান করো। (মুসলিম)

মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ (بِاسْمِهِ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ– وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলি (এই স্থলে মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করতে হবে) ওয়ারফা' দারাজাতাহু ফিল মাহ্‌দিয়্যিইন। ওয়া আখলুফহু ফী আক্বিবিহী ফিল গাবিরীন। ওয়াগফিরলানা ওয়ালাহু ইয়া রাব্বাল 'আলামীন। ওয়াফসাহ্ লাহু ফী ক্বাবরিহী ওয়া নাওয়ির লাহু ফীহি।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি (মৃতব্যক্তির নাম ধরে) মাগফিরাত দান করো, যারা হেদায়েত লাভ করেছে, তাদের মাঝে তার মর্যাদা উঁচু করে দাও এবং যারা রয়ে গেছে তাদের মাঝ থেকে তার জন্য প্রতিনিধি বানাও। হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক! আমাদের ও তার গোনাহ মাফ করে দাও এবং তার কবরকে প্রশস্ত করো আর তার জন্য কবরকে আলোকময় করে দাও। (মুসলিম)

জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ– وَعَافِهِ– وَاعْفُ عَنْهُ–وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ– وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ– وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا

نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ- وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ- وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ- وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ- وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-وَعَذَابَ النَّارِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়া 'আফিহি ওয়া'ফু আনহু ওয়াআকরিম নুজুলাহু ওয়াওয়াসি' মুদখালুহু ওয়াগসিলহু বিল মায়ি ওয়াছ্ছালজি ওয়ালবারাদি ওয়ানাক্কিহি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কায়তাছ্ ছাওবাল আব ইয়াদ্বা মিনাদ্ দানাসি ওয়া আবদিলহু দারান খায়রান মিন দারিহি ওয়া আহলান্ খায়রাম মিন আহলিহি ওয়া জাওজান খায়রাম মিন জাওজিহি ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আয়িযাহু মিন আযাবিল কাবরি ওয়া আযাবিন্ নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি তাকে মাফ করো, তার প্রতি রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মাফ করো, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা করো। তার বাসস্থানটা প্রশস্ত করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গোনাহ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) ঘরের বদলে উত্তম ঘর প্রদান করো, তার এই পরিবার হতে উত্তম পরিবার দান করো, তার এই জোড় হতে উত্তম জোড় প্রদান করো এবং তুমি তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا-وَمَيِّتِنَا-وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا-وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا-وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا-اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ-وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ-اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَاتُضِلَّنَا بَعْدَهُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলি হায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনছানা। আল্লাহুম্মা মান আহয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ ফাহু আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়া লা তুদ্বিল্লানা বা'দাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোটো ও বড়ো, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাদেরকে তার সওয়াব হতে বঞ্চিত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। (ইবনে মাজাহ্, আহ্‌মদ)

اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ – وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ – فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানাবনা ফুলানা ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জিওয়ারিকা ফাকিহ্ মিন ফিতনাতিল কাবরি ওয়া আযাবিন নার ওয়া আনতা আহলুল ওফায়ি ওয়াল হাক্বি ফাগফিরলাহু ওয়ারহামহু ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! অমুকের পুত্র অমুক তোমার যিম্মায়, তোমার প্রতিবেশিতে তথা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে, অতএব তুমি তাকে কবরের ফিৎনা এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও, তুমিই তো অঙ্গিকার পূর্ণকারী এবং প্রকৃত সত্যের অধিকারী, অতএব তুমি তাকে মাফ করো এবং তার প্রতি রহম করো, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ – وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ حَسَنَاتِهِ –وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আবদুকা ওয়াবনু আমাতিকাহ্ তাজা ইলা রাহমাতিকা ওয়া আনতা গানিয়্যুন 'আন আযাবিহি ইনকানা মুহসিনান ফাযিদ ফীহাসানাতিহি ওয়াইন কানা মুসিআন ফাতাজাওয়ায আনহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তোমার এক বান্দা এবং তোমার এক বান্দীর পুত্র তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী, আর তুমি তাকে শাস্তি দেয়া হতে অমুখাপেক্ষী, যদি সে সৎ লোক হয় তবে তার নেকী আরো বৃদ্ধি করে দাও, আর যদি পাপিষ্ট হয় তবে তার পাপ কাজ হতে এড়িয়ে যাও। (হাকেম, যাহাবী, আলবানী)

শিশুর জানাযার নামাযে দোয়া

মাগফিরাতের দোয়ার পর বলা যায়–

اَللّٰهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ–اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ–وَشَفِيْعًا مُجَابًا–اَللّٰهُمَّ ثَقِّلْ بِهٖ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهٖ أُجُوْرَهُمَا–وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ–وَاجْعَلْهُ فِىْ كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ–وَقِهٖ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ–وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ–وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهٖ–اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا–وَأَفْرَاطِنَا–وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيْمَانِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আয়িযহু মিন আযাবিল ক্বাবরি আল্লাহুম্মাজ আলহু ফারাত্বান ওয়া জুখরান লিওয়ালিদায়হি ওয়াশাফিয়ান মুজাবা। আল্লাহুম্মা ছাক্বিলবিহি মাওয়াযিনাহুমা ওয়াআ'যিমবিহি উজুরাহুমা ওয়া আলহিক্বহু বিসালিহিল মু'মিনীন। ওয়াজ্‌আ'ল ফি কাফালাতি ইব্‌রাহীম। ওয়াকিহি বিরাহমাতিকা আযাবাল জাহিম। ওয়া আবদিলহু দারান খায়রাম মিন দারিহি ওয়া আহলান খায়রান মিন আহলিহি। আল্লাহুম্মাগফির লিআসলাফিনা ওয়া আফরাতিনা ওয়া মান সাবাকানা বিল ঈমান।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা, এই বাচ্চাকে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় দাও! হে আল্লাহ! এই বাচ্চাকে তার পিতা-মাতার জন্য অগ্রবর্তী নেকী ও সযত্নে রক্ষিত সম্পদ হিসাবে কবুল করো, এবং তাকে এমন সুপারিশকারী বানাও যার সুপারিশ কবুল হয়। হে আল্লাহ! এই (বাচ্চার) দ্বারা তার পিতা-মাতার সওয়াবের ওজন আরো ভারী করে দাও আর এর দ্বারা তাদের নেকী আরো বড়ো করে দাও। আর একে নেককার মুমিনদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও এবং ইব্‌রাহীম (আঃ) এর যিম্মায় রাখো, আর তোমার রহমতের দ্বারা দোযখের আযাব হতে বাঁচাও। তার এই বাসস্থান থেকে উত্তম বাসস্থান দান করো, এখানকার পরিবার পরিজন থেকে উত্তম পরিবার দান করো, হে আল্লাহ! আমাদের পূর্ববর্তী নারী-পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিদের ক্ষমা করো এবং যারা ঈমান সহকারে আমাদের পূর্বে চলে গেছেন, তাদের ক্ষমা করো। (আদ্‌দুরুসুল মুহিম্মা, আল মুগনী)

শোকার্তাবস্থায় দোয়া

إِنَّ لِلّٰهِ مَاأَخَذَ-وَلَهُ مَا أَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى-
فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ-

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহি মাআখাজা ওয়ালাহু মাআ'তা ওয়াকুল্লু শাইইন 'ইনদাহু বিআজালিম মুসাম্মা। ফালতাসবির ওয়ালতাহতাসিব।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা করা উচিত। (বোখারী, মুসলিম)

কবরে লাশ রাখার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ-

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ্।

অর্থঃ (আমরা এই লাশ) আল্লাহ তা'য়ালার নামে এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের উপর রাখছি। (আবু দাউদ)

মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়ার পর দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুমাগ্ ফিরলাহু আল্লাহুম্মা ছাব্বিতহু। অর্থাৎ- হে আল্লাহ তা'য়ালা তুমি এই মৃতকে ক্ষমা করো, তাকে ছাবিত কদম রাখো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তার জন্য সঠিক জওয়াবের সামর্থ প্রার্থনা করো, কেননা, এখন সে জিজ্ঞাসিত হবে। (আবু দাউদ, হাকেম)

কবর যিয়ারতের দোয়া

কোন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে এ দোয়া পাঠ করতে হয়।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْقُبُوْرِ আস্সালামু আলাইকুম ইয়া

আহ্লালকুবূর। অর্থাৎ- হে কবর বাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তিবর্ষিত হোক। এরপর কবর যিয়ারতের নিয়ত থাকলে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম এ দোয়া পড়বে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাদদিয়ারি মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাত ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লাহিকুনা নাসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াহ।

অর্থঃ হে কবরের অধিবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও ইন্‌শাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ্)

এরপর দরূদ শরীফ, সূরা ফাতিহা, ইখলাছ, নাস, ফালাক, কাফিরুন, ইয়াসিন ও সূরা মূলক ইত্যাদি সূরা এবং কোরআনের অন্যান্য আয়াত যতটুকু সম্ভব হয় তিলাওয়াত করে তার ছওয়াব তাদের রুহের মাগফিরাতের জন্য দান করে দিবে। এছাড়াও নফল নামাজ, রোযা ক্ষুধার্তকে অন্ন দান মসজিদ ও মাদ্রাসায় দান করার মাধ্যমেও মৃতের জন্য ছওয়াব রেসানী করা যায়।

ঝড় তুফানের সময় পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا–وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا–

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহা, ওয়া আ'যুযুবিকা মিন শাররিহা।

হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে এর (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই, আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এর অনিষ্ট হতে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

মেঘের গর্জন শুনলে দোয়া

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন মেঘের গর্জন শুনতেন তখন কথা বলা বন্ধ করে দিতেন এবং কুরআন মজীদের এই আয়াত পাঠ করতেন–

سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ–

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাযী ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি ওয়ালমালাইকাতু মিন খীফাতিহি।

অর্থঃ পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যার পবিত্রতার মহিমা বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসার সাথে মেঘের গর্জন এবং ফেরেস্তাগণও তাঁর মহিমা বর্ণনা করে তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে। (মুয়াত্তা)

বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া সমূহ

اَللّٰهُمَّ أَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا–نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ–عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাসকিনা গায়ছান মুগীছান মারীয়ান মারি'য়া। নাফিআন গায়রা দ্বাররিন আজিলান গায়রা আজিল।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান করো যা সুপেয়ো, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, ক্ষতিকর নয়, দ্রুত যা আসবে, বিলম্ব করবে না। (আবু দাউদ)

বৃষ্টি বর্ষণের সময় দোয়া

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا. আল্লাহুম্মা ছাইয়্যিবান নাফিআ'। অর্থাৎ- হে আল্লাহ তা'য়ালা! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও। (বোখারী ফতহুলবারী)

বৃষ্টি বর্ষণের পর দোয়া

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ. মুত্বিরনা বিফাদ্বলিল্লাহি ওয়া রাহ্মাতিহ্। আল্লাহ তা'য়ালার ফযল ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম)

বৃষ্টি বন্ধের দোয়া

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا–اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ–وَبُطُرَابِ–وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ–وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাওয়ালায়না ওয়া লা'আলাইনা আল্লাহুম্মা আলাল আকামি ওয়ায্যারাবি ওয়াবুতুনিল আওদিয়াতি ওয়ামানাবিতিশ শাজার।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাদের পাশ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করো, আমাদের ওপর নয়। হে আল্লাহ! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড় পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করো। (বোখারী, মুসলিম)

নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দোয়া

اَللّٰهُ أَكْبَرُ-اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ-وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ-وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى-رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহ আকবার, আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলায়না বিল আমনি ওয়াল ঈমানী ওয়াস্‌সালামাতি ওয়াল ইসলামি ওয়াত্‌তাওফিকি লিমা তুহিব্বু রাব্বানা ওয়া তারদ্বা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা সবচেয়ে বড়ো, হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে এবং যা তুমি ভালোবাসো, আর যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, সেটাই আমাদের তাওফীক দাও। আল্লাহ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু। (তিরমিযী, দারেমী)

ইফতারের দোয়া

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ-وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ-

উচ্চারণঃ যাহাবায্ যামা' ওয়াব্ তাল্লাতিল উ'রুকু ওয়া ছাবাতাল আজ্‌রু ইন্‌শাআল্লাহ্। অর্থাৎ- পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীসমূহ সিক্ত হয়েছে, সওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ। (আবু দাউদ)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোজাদারের জন্য ইফতারের সময় দোয়া কবুল হওয়ার একটা সময় আছে যা ফেরত দেয়া হয়না। (ইবনে মাজাহ্)

খাওয়ার পূর্বে দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ আহার

করে তখন সে যেনো বলে–বিস্‌মিল্লাহ। আর প্রথমে বলতে ভুলে গেলে বলবে–বিস্‌মিল্লাহি ফি আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্‌ যাকে আহার করালেন সে যেনো বলে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَافِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ–

হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।

আর আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যাকে দুধ পান করালেন সে যেনো বলে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ–

হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দাও এবং এটা আরো বেশী করে দাও। (তিরমিযী)

খাওয়ার পর দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هٰذَا–وَرَزَقَنِيهِ–مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَاقُوَّةٍ–

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতয়ামানা হাযা ওয়ারাযাকানিহি মিন গায়রি হাওলিম্‌ মিন্নী ওয়ালা কুওয়াহ্‌।

অর্থঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি আমাকে এই পানাহার করালেন এবং এর সামর্থ প্রদান করলেন, যাতে ছিলো না আমার পক্ষ থেকে কোনো উপায়-উদ্যোগ, ছিলোনা কোনো শক্তি সামর্থ। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌, আহ্‌মদ)

মেজবানের জন্য মেহমানের দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَارَزَقْتَهُمْ– وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম, ফীমা রাযাক্বতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়ার হামহুম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! তুমি তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছো তাতে তাদের জন্য বরকত প্রদান করো, তাদের গোনাহ্ ক্ষমা করো এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। (মুসলিম)

যে পানাহার করালো তার জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আত্বই'ম মিন আত্বআ'মানি ওয়াস্ সাকিন মিন সাক্বানি।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! যে আমাকে আহার করালো তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করালো তুমি তাকে পান করাও। (মুসলিম)

গৃহে ইফতারের দোয়া

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُوْنَ- وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ-وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ-

উচ্চারণ ঃ আফত্বারা 'ইন্দাকুমুস্ সা-ইমুনা ওয়া আকালা ত্বা'আমাকুমুল আব্রার, ওয়া সাল্লাত 'আলাইকুমুল মালাইকাহ্।

অর্থঃ তোমাদের সাথে ইফতার করলো রোযাদারগণ, তোমাদের আহার গ্রহণ করলো সৎ লোকগণ এবং তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করলো ফেরেস্তাগণ। (আবু দাউদ)

রোযাদারের কাছে খাদ্য উপস্থিত হলে পড়বে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; তোমাদের কাউকে যখন দাওয়াত দেয়া হয় তখন সে যেনো উক্ত ডাকে সাড়া দেয়। সে যদি রোযাবস্থায় থাকে তাহলে সে যেনো দোয়া করে দেয় (দাওয়াত দাতার জন্য) আর রোযাবস্থায় না থাকলে পানাহার করবে। (বোখারী, মুসলিম)

ফলের কলি দেখার পর দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا- وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا- وَبَارِكْ لَنَافِي مُدِّنَا-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফী সামারিনা, ওয়াবারিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়াবারিকলানা ফী সা-ইনা ওয়া বারিক লানা ফী মুদ্দিনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফলসমূহে বরকত দাও। বরকত দাও তুমি আমাদের শহরে, বরকত দাও আমাদের পরিমাপ করার সামগ্রীতে আর বরকত দাও আমাদের পরিমাপক যন্ত্রে। (মুসলিম)

হাঁচি আসলে যা বলতে হয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে–আল-হামদু লিল্লাহ– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য- বলবে, তখন প্রতিটি মুসলমান যে তা শুনবে তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা– অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা আপনার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। যখন সে তার জন্য বলবে ইয়ারহামুকা-ল্লাহ তখন সে (হাঁচি দাতা) তদুত্তরে যেনো বলে– يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ইয়াহ্দি কুমুল্লাহ ওয়া ইউস্লিহু বালাকুম। অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা ভালো করুন। (বোখারী)

বিবাহিতদের জন্য দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ–وَبَارَكَ عَلَيْكَ–وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ–

উচ্চারণ ঃ বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামাআ' বাইনাকুমা ফি খাইর।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুন, আর তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে কল্যাণমূলক কর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত ও মিল মহব্বতের সাথে জীবন যাপনের সামর্থ প্রদান করুন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী)

বিবাহিত ব্যক্তির নিজের জন্য দোয়া এবং কোনো চতুষ্পদ জন্তু ক্রয়ের সময় দোয়া। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কোনো নারীকে বিয়ে করে (তার সাথে প্রথম মিলনের প্রাক্কালে) অথবা যখন দাস ক্রয় করে তখন সে যেনো দোয়া পাঠ করে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ

شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ- وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْ وَةِسَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা 'আলাইহি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা জাবালতাহা 'আলাইহি ওয়া ইযাশতারা বায়ী'রান ফাল্ইয়া' খুয বিযারওয়াতি সানামিহী ওয়ালইয়াকুল মিছ্লা যালিকা।

অর্থঃ তোমার কাছে এর কল্যাণের প্রার্থনা জানাই এবং প্রার্থনা জানাই তার সেই স্বভাবের মঙ্গল যার ওপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছো। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে এবং তার আদীম প্রবৃত্তির অকল্যাণ হতে যার ওপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছো। আর যখন কোনো উট ক্রয় করবে তখন তার কুজ ধরে অনুরূপ বলবে।(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

স্ত্রীর সাথে মিলিত হবার পূর্বের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ-اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ-وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا-

উচ্চারণঃ বিস্মিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা জান্নিব্নাশ্ শাইত্বান, ওয়া জান্নিবিশ্ শাইত্বানা মারাযাক্ তানা।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার নামে (আমরা মিলন করছি), হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কাছ থেকে শয়তানকে দূরে রাখো, আর আমাদেরকে তুমি (এ মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করবে তা হতেও শয়তানকে দূরে রাখো। (বোখারী, মুসলিম)

ক্রোধ দমনের দোয়া

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

উচ্চারণঃ আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত অভিশপ্ত শয়তান হতে। (বোখারী, মুসলিম)

বিপন্ন লোককে দেখে যে দোয়া পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً-

উচ্চারণঃ আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযি আ'ফানী মিম্মাব্‌ তালাকা বিহি ওয়া ফাদ্বালানি আ'লা কাছিরিন মিম্মান খালাক্বা তাফ্‌দ্বিলা।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তার সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক অনুগ্রহীত করেছেন। (তিরমিযী)

অনুষ্ঠানে পড়ার দোয়া

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গণনা করে দেখা গেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই বৈঠকে দাঁড়ানোর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত একশতবার এই দোয়া পড়তেন।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ- أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلٰهَ إِلاَّأَنْتَ- أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা, ওয়াবিহাম্‌দিকা আশহাদুআ ল্লাইলাহা ইল্লা আন্‌তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো প্রভু নেই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তওবা করছি। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্‌, তিরমিযী)

অনুষ্ঠান শেষে পড়ার দোয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো মজলিসে বসতেন বা কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথবা কোনো নামায পড়তেন এসব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করতেন উক্ত শব্দসমূহ দ্বারা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম আল্লাহর রাসূল! আপনি কোনো মজলিসে বসেন বা কুরআন তিলাওয়াত করেন অথবা কোনো নামাজ আদায় করেন, আমি আপনাকে দেখি এ সকলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এই শব্দসমূহ পাঠ করে (এর কারণ কি?) তিনি বলেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কল্যাণমূলক কথা বলে তার সমাপ্তি হবে এই কল্যাণের ওপর। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণমূলক কথা বলবে এই শব্দগুলো তার জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ হবে-

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাকা ওয়াবিহাম্‌দিকা লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইহি। (আহ্‌মদ, নাসায়ী, মুসনাদ)

কল্যাণকামীর জন্য দোয়া

যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ তা'য়ালা আপনার গোনাহ্ মাফ করুক- তার জন্য দোয়া-وَلَكَ ওয়া লাকা। অর্থাৎ আল্লাহ আপনার গোনাহও ক্ষমা করুন। আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আগমন করলে তাঁর খাবার হতে আহার করি। এরপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে ক্ষমা করুন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকেও (মাফ করুন)। (আহ্‌মদ, নাসায়ী)

ভালো আচরণকারীর জন্য দোয়া

যে কেউ কারো প্রতি সৎ আচরণ করবে, এরপর সে ঐ আচরণকারীকে বলবে- جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا. জাযাকাল্লাহু খাইরান। অর্থাৎ-আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুক। তাহলে সে প্রশংসায় পূর্ণমাত্রায় পৌঁছিয়ে দিলো। (তিরমিযী)

দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্ত থাকার আমল

ঐ যিকর যা পাঠ করলে আল্লাহ তা'য়ালা দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করলো তাকে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে বাঁচানো হবে। আর প্রতি নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর তার ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। (তিরমিযী)

ভালোবাসা পোষণকারীর জন্য দোয়া

ঐ ব্যক্তির জন্য দোয়া যে বলে আমি আপনাকে আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের স্বার্থে ভালোবাসি

أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. আহাব্বাকাল্লাযি আহ্‌বাব্‌তানি লাহু। অর্থাৎ-আমিও তোমাকে ভালোবাসি যার জন্য তুমি আমাকে ভালোবাসো। (আবু দাউদ)

দানকারীর জন্য দোয়া

যে ব্যক্তি তার সম্পদের কিছু অংশ তোমাকে দেয়ার জন্য তোমার সামনে উপস্থিত করলো তার জন্য দোয়া।

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ– বারাকাল্লাহু লাকা ফি আহ্‌লিকা ওয়া মালিকা। অর্থাৎ-আল্লাহ তা'য়ালা তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন। (বোখারী ফতহুলবারী)

ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ– إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءِ–

উচ্চারণ ঃ বারাকাল্লাহু লাকা ফী আহ্‌লিকা ওয়ামালিকা ইন্নামা জাযা'উস্‌ সালাফিল হাম্‌দু ওয়াল আদাউ।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা আপনার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন। আর ঋণদানের বিনিময় হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং সময়মতো নির্ধারিত বিষয় আদায় করা। (নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্‌)

শিরক থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ– وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَالاَ أَعْلَمُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিআ আন উশ্‌রিকা বিকা ওয়া আনাআ'লামু, ওয়াআস্‌তাগ ফিরুকা লিমা লা'আলামু।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিকর করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আহ্‌মদ)

উপহার দানকারীর জন্য দোয়া

কেউ কিছু হাদিয়া দিলে বা কিছু সাদকা দিলে তার জন্য দোয়া করা হলে সে কি বলবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ছাগী হাদিয়া স্বরূপ প্রেরিত হলে তিনি বলেন, একে (যবেহ করে) ভাগ বন্টন করে দাও (সে মতে তাই করা হলো) খাদেম বিতরণ করে ফিরে আসলে আয়েশা (রাঃ) বলতেন, তারা কি বললো? খাদেম জবাব দিলো, তারা বললো, بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ বারাকাল্লাহু ফিকুম। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে বরকত দান করুন। তখন আয়েশা (রাঃ) বলতেন, وَفِيْهِمْ بَارَكَ اللّٰهُ। ওয়া ফিহিম বারাকাল্লাহু। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকেও বরকত দান করুন। তারা যেরূপ বলেছে আমরাও তদ্রুপ তাদেরকেও উত্তর দিলাম। অথচ আমাদের পুরুস্কার (সওয়াব) আমাদের জন্য রয়ে গেলো। (ইবনে সুন্নী)

অশুভ লক্ষণ দেখলে দোয়া

اَللّٰهُمَّ لاَطَيْرَ إِطَيْرُكَ- وَلاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ- وَلاَإِلٰهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা ত্বাইরা ইত্বাইরুকা, ওয়া লা খাইরা ইল্লা খাইরুকা, ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি কিছু ক্ষতি না করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই আর তোমার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই তুমি ছাড়া হক্ব কোনো মাবুদ নেই। (আহ্‌মদ)

যান-বাহনে আরোহণের দোয়া

পশুর পিঠে আরোহণ কালে অথবা যানবাহনে আরোহণের সময় পঠিত দোয়া–

بِسْمِ اللّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ- سُبْحَنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَاهٰذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي- فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّأَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহিল্ হামদু লিল্লাহি, সুব্‌হানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন ক্বালিবুন।

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালার নামে আরোহণ করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি একে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা

অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো আমাদের প্রভূ প্রতিপালকের দিকে। তারপর তিনবার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে, এরপর তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলবে, (এরপর বলবে) হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি পাক পবিত্র, আমি আমার সত্তার উপর যুলুম করেছি, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা, তুমি ভিন্ন গোনাহ মাফ করার আর কেউ-ই নেই। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

সফরের দোয়া

রাসূল (সঃ) তিনবার আল্লাহু আকবার বলে তারপর এই দোয়া পড়তেন।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ–اَللّٰهُ أَكْبَرُ–اَللّٰهُ أَكْبَرُ–سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِيْنَ–وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ–اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى–وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى–اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ–اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ–وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ–اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ–وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ–وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, 'সুব্‌হানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্‌রিনীনা 'ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন-ক্বালিবুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফি সাফারিনা হাযাল বাররি ওয়াত্‌ তাক্বওয়া ওয়া মিনাল আ'মালি মা তারদ্বি, আল্লাহুম্মা হাওওয়্যান আ'লাইনা সাফারানা হাযা ওয়াত্ববি আ'ন্না বু'দাহু। আল্লাহুম্মা আনতাস্‌ সাহিবু ফিস্‌ সাফার। ওয়াল খালিফাতু ফিল আহ্‌লি। আল্লাহুমা ইন্নি আয়ু'যুবিকা মিন ওয়া'ছায়িস্‌ সাফার। ওয়া কাআবাতিল মানযির, ওয়া সুয়িল মুনক্বালাবি ফিল মালি ওয়াল আহ্‌ল।

অর্থঃ পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো আমাদের প্রতিপালকের কাছে। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই পূণ্য আর তাকওয়ার জন্য এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ তোমার কাছে চাই, যা তুমি পছন্দ করো। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ সাধ্য করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস

করো দাও। হে আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী, আর (আমাদের গৃহে রেখে আসা) পরিবার পরিজনের তুমি রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ! আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন হতে।

সফর থেকে ফিরে আসার পর দোয়া

আর যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন এই দোয়াও পাঠ করতেন–

آيِبُونَ-تَائِبُونَ عَابِدُونَ-لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ-

উচ্চারণঃ আয়িবুনা তায়িবুনা আ'বিদুনা লি রাব্বিনা হামিদুন।

অর্থঃ আমরা (এখন সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে ইবাদাতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে। (মুসলিম)

গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ- وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ-وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ-وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَاذَرَيْنَ- أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا-وَخَيْرَ مَافِيْهَا-وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا-وَشَرِّ أَهْلِهَا-وَشَرِّمَافِيْهَا-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতিস্ সাব্'ঈ ওয়ামা আয্‌লালনা, ওয়ারাব্বাল আরদ্বীনাস্ সাব'ঈ ওয়ামা আক্বলালনা, ওয়া রাব্বাশ শাইয়াত্বীনি ওয়ামা আদ্বলালনা, ওয়া রাব্বার রিয়াহি ওয়ামা যারাইনা, আস্'আলুকা খাইরা হাযিহিল ক্বারইয়াতি ওয়া খাইরা আহ্‌লিহা, ওয়া খাইরা মাফীহা, ওয়া আউ'যু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মাফীহা।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা ! সপ্ত আকাশের এবং এর ছায়ার প্রভু! সপ্ত যমীন এবং এর বেষ্টিত স্থানের প্রভু! শয়তান সমূহ এবং তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের প্রভু! প্রবল ঝড় হাওয়া এবং যা কিছু ধূলি উড়ায় তার প্রভু! আমি তোমার কাছে এই মহল্লার কল্যাণ এবং গ্রামবাসীর কাছ থেকে কল্যাণ আর এর মাঝে যা কিছু কল্যাণ আছে

সবটাই প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এর অনিষ্ট হতে, এর বসবাসকারীদের অনিষ্ট হতে এবং এর মাঝে যা কিছু অনিষ্ট আছে তা থেকে। (হাকেম, আয যাহাবী)

বাজারে প্রবেশের দোয়া

لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ-لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ-يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَيَمُوتُ-بِيَدِهِ الْخَيْرُ- وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইউহয়ি ওয়া ইউমিতু ওয়াহুওয়া হায়্যিউন লা ইয়ামতু বিয়াদিহিল খাইর, ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তারই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মারেন। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা। সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর হাতে। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (তিরমিযী, হাকেম)

পরিবাহক পশু অথবা তার স্থলাভিষিক্ত যানবাহনে যখন পা পিছলে যায় সে অবস্থায় পঠিত দোয়া। বিসমিল্লাহ!– আল্লাহ তা'য়ালার নামে)' (আবু দাউদ)

গৃহে অবস্থানকারীর জন্য মুসাফিরের দোয়া

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِي لاَتَضِيْعُ وَدَائِعُهُ-

উচ্চারণঃ আস্ তুদি উ'কুমুল্লাহাল লাযি লা তাযিউ' ওয়া দায়ি উ'হু।

অর্থঃ আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহ তা'য়ালার হেফাযতে রেখে যাচ্ছি যার হেফাযতে অবস্থানকারী কেউ-ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়না। (আহমদ, ইবনে মাজাহ)

মুসাফিরের জন্য গৃহে অবস্থানকারীর দোয়া

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهُ دِيْنَكَ-وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ-

উচ্চারণঃ আস্ তাওদিউ'ল লাহা দিনাকা, ওয়া আমানাতাকা, ওয়া খাওয়াতিমা আমালিকা।

অর্থঃ আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহ তা'য়ালার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। (তিরমিযী, আহ্‌মদ)

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى-وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَاكُنْتَ-

উচ্চারণ ঃ যাওওয়াদা কাল্লাহুত্ তাক্‌ওয়া, ওয়া গাফারা যাম্‌বাকা ওয়া ইয়াস্‌সারা লাকাল খাইরা হাইসু মা কুন্‌তা।

অর্থঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাকে তাকওয়া দ্বারা ভূষিত করুন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমার গোনাহ মাফ করুন, তুমি যেখানেই অবস্থান করো আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন। (তিরমিযী)

ওপরে ওঠা ও নিচে নামার সময় দোয়া

উপরে আরোহণ কালে আল্লাহু আকবার বলা এবং নীচের দিকে অবতরণকালে সুবহানাল্লাহ বলা। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহু আকবার বলতাম এবং যখন নীচের দিকে অবতরণ করতাম তখন বলতাম সুবহানাল্লাহু। (বোখারী ফতহুলবারী)

প্রত্যূষে রওয়ানা হওয়ার সময় দোয়া

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ-وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا-رَبَّنَا صَاحِبْنَا-
وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ-

উচ্চারণ ঃ সাম্মি'আ সামিআ'ন বিহাম্‌দিল্লাহি ওয়া হুস্‌নি বালাইহী 'আলাইনা, রাব্বানা সাহিব্‌না, ওয়া আফদ্বিল 'আলাইনা 'আ-ইযান বিল্লাহি মিনান্ নার।

অর্থঃ এক সাক্ষ্যদানকারী সাক্ষ্য দিলো আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসার আর অগণিত নিয়ামত আমাদের উপর উত্তমরূপে বর্ষিত হলো। হে আমাদের প্রভু আমাদের সঙ্গে থাকেন, প্রদান করুন আমাদের উপর অফুরন্ত নিয়ামত, আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোযখ হতে আশ্রয় চাচ্ছি। (মুসলিম)

বাড়িতে প্রত্যাবর্তনকালে পঠিতব্য দোয়া

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ-

উচ্চারণঃ আউ'যুবি কালিমাতিল লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক।

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালার পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁর সৃষ্টি বস্তুর সমুদয় অনিষ্ট হতে। (মুসলিম)

সফর থেকে ফিরে আসার সময় দোয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধ হতে অথবা হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করতেন প্রতিটা উঁচু স্থানে আরোহণকালে তিনবার আল্লাহু আকবার তাকবীর বলতেন, এরপর বলতেন–

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ–لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ–وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–آيِبُوْنَ–تَائِبُوْنَ– عَابِدُوْنَ–لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ–صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ– وَنَصَرَ عَبْدَهُ– وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ–

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হাম্‌দু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই ইন ক্বাদীর। আ-ইবূনা তা-ইবূনা 'আ-বিদূনা লিরাব্বিনা হামিদূনা সাদাক্বাল্লাহু ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা 'আব্‌দাহু ওয়া হাযামাল আহ্‌যাবা ওয়াহ্‌দাহু।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, আর প্রশংসামাত্র তাঁরই। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা (এখন সফর থেকে) প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অঙ্গিকারপূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, সকল গোত্রকে একাই পরাভূত করেছেন। (বোখারী, মুসলিম)

আনন্দদায়ক কিছু দেখলে দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আনন্দদায়ক কিছু দেখতেন, তখন বলতেন––اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ– আল হাম্‌দু লিল্লাহি ল্লাযি বিনি'মাতিহি তাতিম্মুস্ সালিহাত। অর্থাৎ-সেই আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা যার নেয়ামতের কল্যাণে সমুদয় সৎ কার্য সুসম্পন্ন হয়।

ক্ষতিকর কিছু দেখলে দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ক্ষতিকর কিছু দেখতেন, তখন

বলতেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ। আল হামদু লিল্লাহি কুল্লি হাল। অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। (হাকেম)

রাসূলের প্রতি দরুদ পাঠের ফজিলত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। (মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করোনা, তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ করো, কেননা, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে যায় তোমরা যেখানেই থাকোনা কেনো। (আবু দাউদ, আহ্মদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- কৃপন সেই যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হলো এরপরও সে আমার উপর দরুদ পড়লো না। (তিরমিযী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালার একদল ভ্রাম্যমান ফেরেশতা রয়েছেন, যারা উম্মতের পক্ষ থেকে প্রেরিত সালাম আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেন। (নাসায়ী, হাকেম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন- যখন কোনো ব্যক্তি আমার উপর সালাম প্রদান করে তখন আল্লাহ তা'য়ালা আমার রূহ ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি সালামের উত্তর প্রদান করতে পারি। (আবু দাউদ)

সালাম আদান-প্রদান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা, যে পর্যন্ত না তোমরা মুমিন হবে। আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বস্তু শিখিয়ে দিবো না যা কার্যকরী করলে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবেঃ (সেটি হলো), তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের বিস্তার সাধন করো, অর্থাৎ বেশী বেশী করে সালামের আদান-প্রদান করো।(মুসলিম)

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন- যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে তার মাঝে ঈমানের সব স্তরই পাওয়া যাবেঃ ১) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, (২)

ছোটো বড়ো সকলের প্রতি সালাম জ্ঞাপন করা, (৩) স্বল্প সংগতি সত্ত্বেও সৎকাজে ও অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করা। (বোখারী ফতহুলবারী)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এব ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো ইসলামের কোন্ কাজটি শ্রেষ্ঠ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অপরকে তোমার আহার করানো, তোমার পরিচিত অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া (বোখারী ফতহুলবারী)

অমুসলিমের দেয়া সালামের জবাব

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কোনো আহলি কিতাব সালাম দিলে জবাবে বলবে, ওয়া আলাইকুম– অর্থাৎ এবং তোমার উপর হোক। (বোখারী, মুসলিম)

মোরগ ও গাধার ডাক শোনার পর করণীয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনো, তখন তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অনুগ্রহ কামনা করো। কেননা, তা ফেরেস্তাকে দেখে। আর যখন গাধার ডাক শুনো, তখন তোমরা শয়তান হতে আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা, গাধা শয়তানকে দেখে থাকে। (বোখারী ফতহুলবারী)

রাতে কুকুরের ডাক শোনার পর করণীয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যখন তোমরা রাতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক এবং গাধার চিৎকার ধ্বনি শুনবে, তখন তোমরা তা হতে আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা, তারা যা দেখতে পায় তোমরা তা দেখতে পাওনা। (আবু দাউদ, আহমদ)

কাউকে গালি দিলে করণীয়

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

اَللّٰهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ফাআইয়ুমা মু'মিনিন্ সাবাবতুহু ফাজ্'আল যালিকা লাহু কুরবাতান ইলাইকা ইয়াউমাল ক্বিয়ামাহ্।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! যে কোনো মুমিনকে আমি গালি দিয়েছি ওটা তার জন্য কিয়ামতের দিন তোমার কাছে নৈকট্যের ব্যবস্থা করে দাও। (বোখারী ফতহুলবারী)

মুসলমানদের পরস্পরের প্রশংসা শোনার পর দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যদি তোমাদের কারো পক্ষে তার সঙ্গীর একান্ত প্রশংসা করতেই হয়, তবে সে যেনো বলে–অমুক সম্পর্কে আমি এই ধারণা পোষণ করি, আল্লাহ তা'য়ালার শপথ এটা ধারণা মাত্র, আল্লাহ তা'য়ালার উপর কারো সম্পর্কে তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি না, তবে আমি তার সম্পর্কে (যদি জানা থাকে) এই ধারণা পোষণ করি। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ لاَتُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْلِى مَالاَ يَعْلَمُوْنَ -وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাতু'আখিয্নী বিমা ইয়াকূলূনা ওয়াগফিরলী মালা ইয়া'লামূনা ওয়াজ্'আলনী খাইরাম মিম্মা ইয়াযুন্নুন।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! যা বলা হচ্ছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না, আমাকে ক্ষমা করো, যা তারা জানেনা, (আমাকে কল্যাণ দাও, যা তারা ধারণা করছে)। (বোখারী)

আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে দোয়া

আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে বলতে হয়– سُبْحَانَ اللّٰهَ সুবহানাল্লাহ। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

আনন্দের সময় কি বলতে হয়

আনন্দের সময় বলতে হয়– اَللّٰهُ اَكْبَر আল্লাহু আকবার। (বোখারী ফতহুলবারী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন এমন কোনো সংবাদ আসতো যা তাঁকে আনন্দিত করতো অথবা আনন্দ দেয়া হতো তখন তিনি মহান বরকতময় আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

শারীরিক ব্যথা মুক্ত হওয়ার দোয়া

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার দেহের যে স্থানে তুমি ব্যথা অনুভব করছো সেখানে তোমার হস্ত স্থাপন করো তারপর বলো–বিসমিল্লাহ। তিনবার অতঃপর সাতবার বলো–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ–

উচ্চারণঃ আউ'যুবিল্লাহি ওয়া কুদ্‌রাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া আহাযিযু।

অর্থঃ যে ক্ষতি আমি অনুভব করছি এবং যার আমি আশংকা করছি তা হতে আমি আল্লাহ তা'য়ালার মর্যাদা এবং তাঁর কুদরতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসিলম)

বদ-নযর এড়ানোর পদ্ধতি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ এমন কিছু দেখে যা তাকে আনন্দ দেয়, সেটা তার ভাইয়ের ব্যাপারে অথবা তার নিজের ব্যাপারে অথবা তার সম্পদের ব্যাপারে হলে (তার উচিত সে যেনো তার জন্য বরকতের দোয়া করে,) কারণ চক্ষুর (বদনজর) সত্য। (ইবনে মাজাহ্, আহ্‌মদ)

কুরবাণী করার সময় দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ–اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ –اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّى–

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নি।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার নামে কুরবাণী করছি, আল্লাহ তা'য়ালা মহান। হে আল্লাহ! এ কুরবাণী তোমার কাছে হতে পেয়েছি এবং তোমার জন্যই। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমার পক্ষ হতে কবুল করো। (মুসিলম, বায়হাকী)

শয়তানের কুমন্ত্রণার মুকাবিলায় দোয়া

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَيُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَبَرَأَ وَذَرَأَ – وَمِنْ شَرِّ مَايَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ – وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا – وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَفِي الْأَرْضِ– وَمِنْ شَرِّ مَا

يَخْرُجُ مِنْهَا - وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ-وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ

إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمَنُ-

উচ্চারণ ঃ আউ'যু বিকালিমাতিল্লা হিত্ তাম্মাতিল্লাতী লা ইয়ুজাওয়িযুহুন্না বাররুন ওয়ালা ফাজিরুন; মিন শাররি মাখালাক্বা ওয়া বারায়া ও য়ারাআ, ওয়া মিন শাররি মা ইয়ানযিলু মিনাস্ সামাই, ওয়া মিন শাররি মা ইয়া'রুজু ফীহা, ওয়ামিন শাররি মা যারাআন ফিল্ আরদ্বি, ওয়ামিন শাররি মা ইয়াখরুজু মিন্হা, ওয়া মিন শাররি ফিতানিল্লাইলি ওয়ান নাহারি, ওয়ামিন শাররি কুল্লি ত্বারিক্বিন ইল্লা ত্বারিক্বান ইয়াত্বরুকু বিখাইরিন ইয়ারাহ্ মান।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার ঐ সকল পূর্ণ কথার সাহায্যে আমি আশ্রয় চাই যা কোনো সৎলোক বা অসৎ লোক অতিক্রম করতে পারেনা ঐ সকল বস্তু হতে যা আল্লাহ তা'য়ালা নিকৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে সৃষ্টি করেছেন। যা আকাশ হতে নেমে আসে এবং যা আকাশে চড়ে, আর যা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে। এবং দিন রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, আর প্রত্যেক আগন্তুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, তবে কল্যাণের পথিক ছাড়া হে দয়াময়। (আহ্মদ, ইবনে সুন্নী)

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার শপথ! আমি দিনে সত্তর বারেরও বেশী আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি। (বোখারী)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তওবা করো, নিশ্চয় আমি তাঁর কাছে দিনে একশতবার তওবা করে থাকি। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পড়বে–

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণঃ আস্তাগ্ফিরুল্লাহাল আ'যিমাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম, ওয়া আতুবু ইলাইহি।

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সদা বিরাজমান, আর আমি তাঁরই কাছে তওবা করছি।

আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মাফ করে দিবেন যদিও যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়নকারী হয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল্লাহ্ কখন বান্দার কাছাকাছি হন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাহর অধিকতর নিকটবর্তী হন রাত্রির শেষের দিকে, ঐ সময় যদি তুমি আল্লাহ তা'য়ালার যিকরে মগ্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হতে সমর্থ হও, তবে তুমি তাতে মগ্ন হবে। (তিরমিযী, নাসায়ী)

রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাহ যখন সিজদায় থাকে তখন সে তার প্রভুর অধিকতর নিকটবর্তী হয়, কাজেই তোমরা ঐ অবস্থায় বেশী করে দোয়া পাঠ করো। (মুসলিম)

আগার আল মুজানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছু সময়ের জন্য আমার অন্তরকে আল্লাহ তা'য়ালার স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। আর আমি দিনে একশতবার আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। (মুসলিম)

তাসবীহ্ ও তাহলীলের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবসে একশত বার– আরবী হবে- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দিহি, পাঠ করে তার পাপসমূহ মুছে ফেলা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনা রাশির সমান হয়ে থাকে। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ – لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ – وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হাম্‌দু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই ইন ক্বাদীর।

অর্থঃ যে ব্যক্তি এই দোয়াটি দশবার পাঠ করবে সে ব্যক্তি ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের চারজন দাসকে মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে। (বোখারী, মুসলিম)

আল্লাহর কাছে প্রিয় কালিমা

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটি কলেমা এমন যা যবানে (উচ্চারণ করতে) সহজ, (কিয়ামত দিবসে) ওজনে ভারী, তা করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রিয়, কালেমা দুটি হচ্ছে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ – সুবাহানাল্লাহিল আ'যিমি ওয়া বিহাম্‌দিহী।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসাও জ্ঞাপন করছি। (বোখারী, মুসলিম)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

سُبْحَانَ اللّٰهِ – وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ – وَلاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ – وَاللّٰهُ أَكْبَرُ –

উচ্চারণঃ সুববাহাল্লাহি, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই কালেমাগুলো আমার যবানে উচ্চারিত হওয়া সূর্য যে সমস্ত জিনিসের উপর উদিত হয়, সেই সমূদয় জিনিসের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা এই কালেমাগুলো আমার মুখে উচ্চারিত হওয়া অধিকতর প্রিয়। (মুসলিম)

এক হাজার পাপ মুছে ফেলার দোয়া

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি এক দিনে এক হাজার পূণ্য অর্জন করতে

পারেনা? তখন তাঁর সাহাবাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, এক ব্যক্তি কি করে এক দিনে এক হাজার পূণ্য অর্জন করতে পারে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি একশত বার– سُبْحَانَ اللّٰه সুবহানাল্লাহ বলবে তার জন্য এক হাজার পূণ্য লিখা হবে এবং তার থেকে একহাজার পাপ মুছে ফেলা হবে। (মুসলিম)

জান্নাতে বৃক্ষ রোপনের দোয়া

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বলে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ– সুবাহানাল্লাহিল আ'যিমি ওয়া বিহাম্‌দিহী।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসাও জ্ঞাপন করছি। তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হবে। (তিরমিযী, হাকেম)

জান্নাতের রত্ন ভান্ডার

আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আব্দুল্লাহ বিন কায়েস! আমি কি জান্নাতসমূহের মধ্যে এক (বিশেষ) রত্ন ভাণ্ডার সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম নিশ্চয় করবেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তখন বলেন, বলো–

لَا حَوْلَا وَ لَاقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ– লা হাওলা ওয়া লা কুউ ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

অর্থাৎ- অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করারও কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য ছাড়া। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম চারটি, তার যে কোনটি দিয়েই তুমি শুরু করোনা, তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। কালাম চারটি হলো–

سُبْحَانَ اللّٰهِ – وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ – وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ – وَاللّٰهُ أَكْبَرُ –

উচ্চারণঃ সুববাহাল্লাহি, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য, আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই এবং আল্লাহ তা'য়ালাই সর্বশ্রেষ্ঠ। (মুসলিম)

হযরত সা'য়াদ ইবনে আবী আক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গ্রামের একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরজ করলো, আমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা আমি বলবো, তিনি বললেন বলো–

لاَ إِلٰــهَ إِلاَّ اللّٰـهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً - وَالْحَمْدُ لِلّٰـهِ كَثِيْراً - سُبْحَانَ اللّٰـهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকালাহু আল্লাহু আক্‌বারু কাবিরা। ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি কাছিরা। সুব্‌হানাল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন। লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'যিযিল হাকিম।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, আল্লাহ্ মহান অতীব মহীয়ান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, অসংখ্য, প্রশংসা, সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভু, আল্লাহ সমস্ত দোষত্রুটি ও অপূর্ণতা হতে পাক পবিত্র তিনি। দুঃখ কষ্ট ফিরানোর শক্তি কারো নেই, আর সুখ প্রদানের ক্ষমতাও কারো নেই একমাত্র প্রতাপশালী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।

গ্রাম্য লোকটি বললো, এই গুলোতো আমার রবের জন্য, তবে আমার জন্য (প্রার্থনা জ্ঞাপনের কথা) কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي - وَارْحَمْنِي - وَاهْدِنِي - وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলি, ওয়ার হাম্‌নি, ওয়াহ্‌দিনী, ওয়া আ'ফিনি, ওয়ার যুক্‌নি।

অর্থঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি তুমি দয়া করো, আমাকে তুমি সরল সুদৃঢ় পথ দান করো এবং আমাকে রিযিক দান করো। (আবু দাউদ, মুসলিম)

হযরত তারেক আল আশযায়ী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রথমে নামায শিক্ষা দিতেন, অতঃপর এসব কথাগুলো দিয়ে দোয়া করার আদেশ দিতেন।

ইমাম মুসলিম কিছুটা বেশী বর্ণনা করেন, এসব কথাগুলো পড়লে তোমার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় হাসিল হবে। (মুসলিম)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– সর্বশ্রেষ্ট দোয়া اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদু লিল্লাহ আর সর্বোত্তম যিক্‌র – لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌)

সহজে সন্তান প্রসব হওয়ার দোয়া

হাদীস ঃ হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার প্রসব বেদনার সংবাদ শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালমা ও হযরত জয়নব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমাকে বললেন– তোমরা ফাতিমার কাছে গিয়ে আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস ও এই আয়াত তিলাওয়াত করে তাঁকে ফুঁক দাও।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ -ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُه حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ -اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ -تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ ইন্না রাব্বুকুমুল্লাহুল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা ফী সিত্তাতি আইয়্যামিন সুম্মাস তাওয়া আ'লাল আ'রশি ইউগশিল লাইলান্নাহারা ইয়াত্বলুবুহু হাছীযাওঁ ওয়াশ্‌ শাম্‌সা ওয়াল ক্বামারা ওয়ান্‌ নুজুমা মুসাখ্‌খারাতি বিআম্‌রিহী আলা লাহুল খাল্‌কু ওয়াল আমরু তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামীন।

অর্থ ঃ বস্তুত তোমাদের পালনকর্তা সেই আল্লাহ, যিনি আকাশ ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, এরপর স্বীয় সিংহাসনের ওপর আসীন হন, যিনি রাতকে দিনের ওপর বিস্তার করে দেন, এরপর দিন রাতের পেছনে দৌড়াতে থাকে। যিনি চন্দ্র-সূর্য ও তারকাসমূহ সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর বিধানের অধীনে বন্দী, সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই অপরিসীম বরকতপূর্ণ, আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র জাহানের মালিক ও লালন-পালনকারী। (সূরা আল আ'রাফ-৫৪-৫৫)

জ্বিনের আছর দূর করার দোয়া

কোনো ব্যক্তির ওপর জ্বিনের আছর হলে তাকে সামনে বসিয়ে কোরআন মজীদের নিম্ন লিখিত আয়াত ও সূরাসমূহ তিলাওয়াত করে ফুঁক দিলে ইন্‌শাআল্লাহ জ্বিনের আছর দূর হয়ে যাবে। এটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ আমল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানর রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ-غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ-اٰمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামনি, আর রাহমানির রাহীম, মালিকিইয়াও মিদ্দীন, ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস তাঈন, ইহ্‌দিনাছ ছিরাতাল মুস্তাকিম। ছিরাত্বাল্লাজীনা আন্‌আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম, অয়্যালাদ্‌ দোয়াল্লীন। আমীন!

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সৃষ্টিজগতের প্রতি পালক আল্লাহর জন্যই। যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল সোজা পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে যাদেরকে আপনি অসীম নেয়ামত দিয়ে সৌভাগ্য মণ্ডিত করেছেন। আর তাদের পথে নহে যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানর রাহীম

الٓمّٓ- ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ -هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ -وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ -اُوْلٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আলিফ লা-ম, মী-ম। যালিকাল কিতাবু লারাইবা ফিহ্‌। হুদাল্লিল মুত্তক্বীন। আল্লাযিনা ইউ'মিনুনা বিল গাইবি ওয়া ইউক্বিমুনাস্‌ সালাতা ওয়া মিম্‌ মারাযাক্‌না হুম ইউনফিকুন। ওয়াল্লাযিনা ইউ'মিনুনা বিমা উনযিলা ইলাইকা ওয়া মা উনযিলা মিন ক্বাবলিকা ওয়া বিল আখিরাতিহুম ইউক্বিনুন। উলা-ইকা আ'লা হুদাম্‌ মিররাব্বিহিম ওয়া উলা-ইকা হুমুল মুফ্‌লিহুন।

অর্থঃ আলিফ লা-ম-মী-ম। (এই) সেই (মহান) গ্রন্থ (আল কোরআন), তাতে (কোনো) সন্দেহ নেই, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, (এই কেতাব কেবল) তাদের জন্যেই পথ প্রদর্শক, যারা না দেখে (আল্লাহ তায়ালাকে) বিশ্বাস করে, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, তাদের আমি যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (আমারই নিদের্শিত পথে) ব্যয় করে, যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান আনে, (ঈমান আনে) তোমার আগে (নবীদের ওপর) যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর, (সর্বোপরি) তারা পরকালের ওপরও ঈমান আনে– (সত্যিকার অর্থে) এই লোকগুলোই তাদের মালিকের (দেখানো) সঠিক পথের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে সফলকাম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানর রাহীম

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ -لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুওঁ ওয়াহিদ, লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়ার রাহ্‌মানুর রাহীম।

অর্থ ঃ এবং তোমাদের পালনকর্তা একক, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো পালনকর্তা নেই। তিনি দয়ালু ও দাতা। (সূরা বাকারা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানর রাহীম

اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ -لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ -مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ -وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ -وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ -وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا -وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

উচ্চারণঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম। লা তা'খুযুহু সিনাতাওঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মাফিস্‌ সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদ্বি, মান যাল্লাযি ইয়াশ্‌ ফাউ' ই'নদাহু ইল্লা বিইয্‌নিহি। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম। ওয়া লা ইউহিত্বুনা বিশাইয়িম মিন ই'লমিহি ইল্লা বিমা শাআ। ওয়া সিআ' কুরসিই ইউহুস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব। ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফ্‌ যুহুমা ওয়া হুওয়াল আ'লিই উল আ'যিম।

অর্থঃ মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নাই। তিনি চির জীব পরাক্রমশালী সত্ত্বা। ঘুম (তো দূরের কথা সামান্য) তন্দ্রাও তাকে আচ্ছন্ন করে না, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ করবে? তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তার জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই তার সৃষ্টির কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্ত্বাধীন হতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি) তিনি কাউকে দান করে থাকেন (তবে তা ভিন্ন

কথা,) তার বিশাল ক্ষমতা আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে। এ উভয়টির হেফাযত করার কাজ কখনো তাকে পরিশ্রান্ত করে না তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান। (সূরা বাকারা-২৫৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানর রাহীম

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ -فَيَغْفِرُلِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ-وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ -كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ-لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ-وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ-لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا-لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ-رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا-رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا-رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَابِهٖ-وَاعْفُ عَنَّا-وَاغْفِرْلَنَا-وَارْحَمْنَا-اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ লিল্লাহি মাফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদ্। ওয়া ইন্‌তুব্‌দু মাফি আন্‌ফুসিকুম আও তুখ্‌ফুহু ইউহাসিব কুম বিহিল্লাহ্। ফাইয়াগ্ ফিরু লিমাই ইয়াশাউ, ওয়া ইউআ'য্‌যিবু মাই ইয়াশাউ। ওয়াল্লাহু আ'লা কুল্লি শাইইন কাদির। আমানার রাসূলু বিমা উন্‌যিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনুন, কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়ামালা ইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়া রুসুলিহ্। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহ। ওয়া ক্বালূ সামি'না ওয়াআত্বা'না গুফ্‌রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা-ইয়ূকাল্লিফুল্লাহু নাফ্‌সান ইল্লা উস্'আহা লাহামা কাসাবাত ওয়া'আলাইহা

মাক্‌তাসাবাত, রাব্বানা লাতু আখিয্‌না ইন্নাসীনা আউ আক্‌ত্বা'না, রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল 'আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মালাত্বাক্বাতা লানাবিহী, ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগ্‌ফির লানা ওয়ার হামনা আন্‌তা মাওলানা ফান্‌সুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কা'ফিরীন।

অর্থ ঃ আসমান যমীনের যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তোমরা তোমাদের ভেতরকার সব কথা বলো আর না বলো– আল্লাহ তায়ালা (একদিন) তোমাদের কাছ থেকে এর পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ করবেন। (এরপর) তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন (আবার) যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (আল্লাহর) রসূল সেই বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে, যা তার ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা (সে রসূলের ওপর) বিশ্বাস স্থাপন করেছে– তারাও (সেই একই বিষয়ের ওপর) ঈমান এনেছে। এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তার ফেরেস্তাদের ওপর, তার কিতাবের ওপর, তার রাসূলদের ওপর। আমরা তার (পাঠানো) নবী রাসূলদের মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি না, আমরা তো (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (জীবনে তা) মেনেও নিয়েছি। হে আমাদের মালিক, (আমরা) তোমার ক্ষমা চাই, (আমরা জানি) আমাদের একদিন তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো প্রাণীর ওপর তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না– সে ব্যক্তির জন্যে ততোটুকুই বিনিময় রয়েছে যতোটুকু সে (এ দুনিয়ায়) সম্পন্ন করবে, আবার পাপ কাজের (শাস্তিও তার ওপর) ততোটুকু পড়বে, যতোটুকু পরিমাণ সে (এই দুনিয়ায়) করে আসবে। (অতএব, হে মুমেন ব্যক্তিরা, তোমরা এই বলে দোয়া করে,) হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে আমাদের মালিক, আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে, তা আমাদের ওপর চাপিয়ো না, হে আমাদের মালিক, যে বোঝা বইবার সামর্থ আমাদের নেই, তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো, তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, তুমিই আমাদের (একমাত্র) আশ্রয়দাতা বন্ধু, অতএব কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ-وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু। ওয়াল মালায়িকাতু ওয়া উলুল ইলমি ক্বায়িমা বিলক্বিস্‌ত্বি লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল আযীযুল হাক্বীম।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ তা'য়ালা সাক্ষ্য প্রদান করছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশ্‌তাগণ এবং ন্যায়-নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, তিনি (আল্লাহ্‌) ব্যতীত আর কোনো পালনকর্তা নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ -ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ -اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ -تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ-

উচ্চারণঃ ইন্না রাব্বা কুমুল্লাহুল্লাযি খালাক্বাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ফি সিত্তাতি আইয়াম। সুম্মাস্ তাওয়া আ'লাল আ'রশি ইউগ্‌শিল লাইলান্ নাহারা ইয়াত্ব লুবুহু হাছিছাঁও ওয়াশ্ শাম্‌সা ওয়াল ক্বামারা ওয়ান্ নুজুমা মুসাখ্ খারাতি বিআমরিহ্। আলা লাহুল খাল্‌কু ওয়াল আমরু। তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আ'লামিন।

অর্থ ঃ বস্তুত তোমাদের পালনকর্তা সেই আল্লাহ, যিনি আকাশ ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, এরপর স্বীয় সিংহাসনের ওপর আসীন হন, যিনি রাতকে দিনের ওপর বিস্তার করে দেন, এরপর দিন রাতের পেছনে দৌড়াতে থাকে। যিনি চন্দ্র-সূর্য ও তারকাসমূহ সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর বিধানের অধীনে বন্দী, সাবধান! সৃষ্টি

তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই অপরিসীম বরকতপূর্ণ, আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র জাহানের মালিক ও লালন-পালনকারী। (সূরা আল আ'রাফ-৫৪-৫৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানর রাহীম

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ-لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَابُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَايُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ-وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْوَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ ফাতায়ালাল্লাহুল মালিকুল হাক্কু, লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া রাব্বুল আ'রশিল কারীম। ওয়া মাই ইয়াদ্‌উ মায়াল্লাহি ইলাহান আখারা-লা বুরহানা লাহু বিহী ফাইন্নামা হিসাবুহু ইনদা রাব্বিহী ইন্নাহু লা-ইউফলিহুল কাফিরুন। ওয়া কুর রাব্বিগ্‌ ফির ওয়ারহাম্‌ ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমীন।

অর্থ ঃ অতএব মহিমাময় মহান আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। যে কেউ আল্লাহ তা'য়ালার সাথে অন্য কেনো উপাস্যকে ডাকে, তার নিকট যার সনদ নেই, তার হিসেব তদার পালনকর্তার নিকট আছে। নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না। হে মুহাম্মাদ, আপনি বলুন! হে আমার পালনকর্তা, আমাকে ক্ষমা করুন ও রহমত করুন এবং রহমতকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমতকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানর রাহীম

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا-فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا-فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا-اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ وَرَبُّ الْمَشْرِقِ-اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ

الْكَوَاكِبِ-وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ-لاَيَسَّمَّعُوْنَ اِلَى
الْمَلَا الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ-دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ
وَّاصِبٌ-اِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ
ثَاقِبٌ-فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا-اِنَّا
خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لاَّزِبٍ-

উচ্চারণঃ ওয়াস্ সাফ্‌ফাতি সাফ্‌ফা। ফায্‌যাজিরাতি যাজ্‌রা। ফাত্‌তালিইয়াতি যিক্‌রা। ইন্নাল মাশ্‌রিক। ইন্না যাই-ইয়ান্নাস্ সামাআদ্ দুন্‌ইয়া বিযনিাতিল কাওয়াকিব। ওয়া হিফ্‌যাম্ মিন কুল্লি শাইত্বানিম মারিদ। আল ইয়াস্ সাম্‌মাউ'না ইলাল মালাল আ'লা ওয়া ইউফ্ যাফুনা মিন কুল্লি জানিব। দুহুরাওঁ ওয়া লাহুম আ'যাবুওঁ ওয়াসিব। ইল্লা মিন খাত্বিফাল খাত্বফাতা ফাআত্ বাআ'হু শিহাবুন ছাকিব। ফাস্ তাফ্‌তিহিম আহুম আশাদ্‌দুন খালকান আম মান খালাক্‌না। ইন্না খালাক্‌না হুম মিন ত্বিনিল লাযিব।

অর্থঃ শপথ সারিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা (ফেরেশ্‌তা)-দের, সজোরে ধমক দেয় যেসব (ফেরেশতা)-দের, শপথ (সদা আল্লাহর) যিকিরের তিলাওয়াতকারী (ফেরেশতা)-দের, অবশ্যই তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন। তিনি আসমান যমীন ও এ দু'য়ের মাঝখানে অবস্থিত সবকিছুরও মালিক, (তিনি আরো) মালিক (সূর্যোদয়ের স্থান) পূর্বাচলের, আমি (তোমাদের) নিকটবর্তী আসমানকে (নয়নাভিরাম) নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছি, (তাকে) আমি হেফাযত করেছি প্রত্যেক না-ফরমান শয়তান থেকে, ফলে তারা ঊর্ধজগতের (কথাবার্তার) কিছুই শুনতে পায় না, (কিছু শুনতে চাইলেই) প্রত্যেক দিক থেকে তাদের ওপর উল্কা নিক্ষিপ্ত হয়, এই তাড়িয়ে দেয়াই (শেষ নয়–) তাদের জন্যে অবিরাম শাস্তিও রয়েছে, (তা সত্ত্বেও) যদি কোনো (শয়তান) গোপনে হঠাৎ করে কিছু শুনে ফেলতে চায়, তখন জ্বলন্ত উল্কা-পিন্ড সাথে সাথেই তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (হে নবী) তুমি এদের কাছে জিজ্ঞাসা করো, তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন– না (আসমান যমীনসহ) অন্যসব কিছু– যা আমি পয়দা করেছি (তার সৃষ্টি বেশী কঠিন! এই (মানুষ)-দের তো আমি (সামান্য কতোটুকু) আঠাল মাঠি দিয়ে পয়দা করেছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানর রাহীম

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ - عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ - اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ - سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - يُسَبِّحُ لَهُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

উচ্চারণঃ হুওয়াল্লা হুল্লাযি লা ইলাহা ইল্লাহু, আ'লিমুল গাইবি ওয়াশ্‌শাহাদাতি হুওয়ার রাহ্‌মানুর রাহিম। হুওয়াল্লা হুল্লাযি লা ইলাহা ইল্লাহু, আল মালিকুল কুদ্দুসুস্‌ সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আ'যিযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির। সুব্‌হানাল্লাহি আ'ম্মা ইউশ্‌রিকুন। হুওয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাব্বিরু লাহুল আস্‌মাউল হুস্‌না। ইউসাব্বিহু লাহু মাফিস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্‌। ওয়া হুওয়াল আ'যিযুল হাকিম।

অর্থঃ তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, দেখা-অদেখা সব কিছুই তার জানা, তিনি দয়াময় তিনি করুনাময়। তিনিই আল্লাহ্‌ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পুত পবিত্র, তিনি শান্তি (দাতা), তিনি বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি মাহাত্মের একক অধিকারী। তারা যে সব (ব্যাপারে আল্লাহর সাথে) শিরক করছে আল্লাহ্‌ তায়ালা সে সব কিছু থেকে অনেক পবিত্র। তিনি আল্লাহ তায়ালা, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, সব কিছুর রূপকার তিনি, তার জন্যেই (নিবেদিত) সকল উত্তম নাম। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে (যেখানে) যা কিছু আছে, তার সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

وَاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لاَوَلَدًا-وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا-

উচ্চারণঃ ওয়া আন্নাহু তাআ'লা জাদ্দু রাব্বিনা মাত্‌তাখাযা সাহিবাতুঁও ওয়া লা ওয়ালাদা। ওয়া আন্নাহু কানা ইয়াকুলু সাফিহুনা আ'লাল্লাহি শাত্বাত্বা।

অর্থঃ আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সাবার উর্ধ্বে। তিনি কোনো পত্নী গ্রহণ করেন না এবং তাঁর কোনো সন্তান নেই। আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা মহান আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলতো।

সূরা ইখলাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ-اَللّٰهُ الصَّمَدُ-لَمْ يَلِدْ-وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ-

উচ্চারণ ঃ কুলহুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লাহুচ্ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূ লাদ ওয়ালাম ইয়াকুল-লাহু- কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ ঃ (হে নবী) আপনি বলুন তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি এবং কেহই তার সমকক্ষ নহে।

সূরা ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ-مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ-وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

وَقَبَ-وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ-وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ-

উচ্চারণ ঃ ক্বুল আউ'যু বিরাব্বিল ফালাক্ব। মিনশাররিমা খালাক। ওয়ামিন শাররি গাসিক্বিন ইজা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন নাফ্ফা-ছা-তি ফিল উক্বাদ্ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইজা হাসাদ্।

অর্থ ঃ (হে নবী) আপনি বলুন আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সকল সৃষ্টি জীবের অপকারিতা হতে। আর অন্ধকার রজনীর অপকারিতা হতে যখন তা সমাগত হয়। আর গ্রন্থিতে ফুৎকারিনী নারীদের অপকারিতা হতে এবং হিংসুকের অপকারিতা হতে।

সুরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানর রাহীম

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ-مَلِكِ النَّاسِ-اِلٰهِ النَّاسِ-مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ-اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ-مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-

উচ্চারণ ঃ ক্বুল আউ'যু বিরাব্বিন্নাস, মালিকনীন্নাস, ইলাহিন্নাস। মিনশাররিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস, আল্লাজী ইউ ওয়াস উয়াসু ফীছুদুনিরন্নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ ঃ (হে নবী) আপনি বলুন যে, আমি মানুষের প্রতিপালক প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মানুষের বাদশাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি, মানুষের ইবাদতের উপযুক্ত মাবুদের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কু-মন্ত্রণা দানকারি শয়তানের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যে মানুষের হৃদয়ে কু-মন্ত্রনা দেয় জ্বীন জাতি ও মানব জাতি হতে। অর্থাৎ সেই কুমন্ত্রণা দানকারী মানুষ হোক বা জ্বীন হোক আমি তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী